মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ১৬ সংখ্যা	পুরুল্যা	১৬ এপ্রিল, ২০২৪, মঙ্গলবার	৩ বৈশাখ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 16 Issue	Purulia	16 April, 2024, Tuesday	3 Baishakh, 1431	Price- Rs.3.00	

আটকানোর চেষ্টা আয়কর কর্তাদের, আইনি পদক্ষেপ করব: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ প্রচারে যাওয়ার হেলিকপ্টারে আচমকা আয়কর হানা ও সংস্থার আধিকারিকদের আচরণের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তল্লাশি চালানোর পরেও 'ট্রায়াল রানে' বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আয়কর কর্তারা। শুধু তা-ই নয়, কপ্টারে উঠতেও বাধা দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সোমবার হলদিয়ায় অভিষেকের কর্মসূচি ছিল। সেখানে যাওয়ার জন্যই রবিবার বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে হেলিকপ্টারটির ট্রায়াল রানের কথা ছিল। সেই সময় আয়কর হানা হয়। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতেই সোমবার হলদিয়ায় অভিষেক বলেন, "হেলিকপ্টার থেকে তো এক পয়সাও উদ্ধার করতে পারেনি। উল্টে তল্লাশি চালানোর পরেও কপ্টারে উঠতে দিচ্ছিল না। ট্রায়াল রানই করতে দিচ্ছিল না!" প্রসঙ্গত, সোমবার ভোটপ্রচারে হলদিয়ার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে অভিষেকের কপ্টার পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ফ্লাইং স্কোয়াডের তিন সদস্য। আয়কর হানার পর ওই ঘটনা নিয়েও শোরগোল পড়েছিল। যদিও কমিশন সূত্রে খবর, ওই পরিদর্শন একেবারেই রুটিন বিষয় ছিল। ভোটের প্রচারের জন্য হেলিকপ্টার ভাড়া নিয়ে থাকেন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা। তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেকের কপ্টারটিও দলের ভাড়া করা। দুপুরে 'ট্রায়াল' শুরু হওয়ার আগে সেখানে আয়কর আধিকারিকদের একটি দল হানা দেয়। চপারটি সম্পর্কে খোঁজখবর করে তাঁরা তল্লাশি শুরু করেন। তৃণমূলের দাবি, চপারের প্রায় সর্বত্র খুঁটিয়ে দেখেও আয়কর দফতরের অফিসারেরা আপত্তি করার মতো কিছু মতো পাননি। তার পরে চপারে থাকা ব্যাগ খুলে দেখেন তাঁরা। সেখানেও কিছু মেলেনি। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তুলে এক্স হ্যান্ডলে অভিষেক বলেছেন, "জমিদারেরা সব শক্তি ব্যবহার করেও বাংলার প্রতিরোধ ডিঙিয়ে যেতে পারবে না!" তৃণমূল সূত্রের খবর, ওই তল্লাশির সময়ে অভিষেকের নিরাপত্তারক্ষীরাও ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন চপারের সামনে। এক সময়ে তাঁরা আয়কর তল্লাশির ভিডিয়ো রেকর্ড করতে গেলে কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা আপত্তি করেন। এবং এই নিয়ে বেশ কিছু সময় দু'পক্ষের বিতণ্ডাও হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে আয়কর আধিকারিকদের কেউ কেউ খারাপ ব্যবহারও করেন। দু'পক্ষের বচসায় দীর্ঘক্ষণ 'ট্রায়াল রান' আটকে যায়।

মুর্শিদাবাদের ডিআইজিকে সরাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ এ বার মুর্শিদাবাদের ডিআইজিকে অপসারণ করল নির্বাচন কমিশন। আইপিএস অফিসার শ্রী মুকেশকে ভোটের সঙ্গে যোগ নেই, পুলিশের এমন পদে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সত্বর সেই নির্দেশ কার্যকর করার কথাও বলা হয়েছে। মুকেশের বিরুদ্ধে বহরমপুরের বিদায়ী কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, 'তৃণমূলের হয়ে কাজ' করছেন আইপিএস অফিসার। তার পরেই বদলি। সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিককে চিঠি দিয়েছে কমিশন। তাতে জানিয়েছে, মুর্শিদাবাদের ডিআইজি পদ থেকে শ্রী মুকেশকে সরিয়ে ভোটের সঙ্গে যোগ নেই, এমন পদে নিয়োগ করতে হবে। বিকেল ৫টার মধ্যে ওই পদের জন্য তিন জনের নাম বাছাই করে কমিশনকে পাঠাতে হবে রাজ্যের। তাঁদের মধ্যে থেকে এক জনকে মুর্শিদাবাদের নতুন ডিআইজি পদে নিয়োগ করবে কমিশন। এর আগে রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ থেকে রাজীব কুমারকে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। রাজ্যের কাছে তিনটি নাম চাওয়া হয়েছিল। সেই মতো তিন জনের নাম পাঠায় রাজ্য। বিবেক সহায়, সিনিয়র আইপিএস অফিসার সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং রাজেশ কুমারের নাম পাঠানো হয়েছিল কমিশনে। তাঁদের মধ্যে থেকে প্রথমে বিবেককে ডিজি পদে বসায় কমিশন। পরের দিন তাঁকে সরিয়ে ভোটের সময় রাজ্য পুলিশের ডিজি করা হয় সঞ্জয়কে। সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন।

নিম্ন আদালতেও স্বস্তি পেলেন না কেজরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ সুপ্রিম কোর্টের পর দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতেও স্বস্তি পেলেন না অরবিন্দ কেজরীওয়াল। ১৪ দিনের জেল হেফাজত শেষে সোমবার আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধানকে আদালতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির করানো হয়। শুনানি শেষে বিচারক কেজরীওয়ালের জেল হেফাজতের মেয়াদ ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত বৃদ্ধি করলেন। গত ২১ মার্চ আবগারি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। রাতেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। দু'দফায় ইডি হেফাজত শেষে গত ১ এপ্রিল দিল্লির আদালত কেজরীকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। সেই থেকে তিহাড় জেলেই রয়েছেন তিনি। কেজরীর গ্রেফতারি বেআইনি বলে দাবি তুলেছে আপ-সহ দেশের বিজেপি-বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'। দিল্লি হাই কোর্টে এই মর্মে মামলাও করেন কেজরীওয়াল। দিল্লির আবগারি মামলায় গত ২১ মার্চ কেজরীওয়ালকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। এর পরেই তাঁর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হন আপ প্রধান। গত ৯ এপ্রিল সেই মামলার শুনানিতে রায়দানের সময় দিল্লি হাই কোর্ট জানিয়েছিল, কেজরীর গ্রেফতারি বেআইনি ভাবে হয়নি। ইডি আদালতে জানিয়েছে, কেজরীর বিরুদ্ধে তাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে আবগারি মামলার 'মূলচক্রী' হিসাবে দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এর পাশাপাশি, তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। দিল্লি হাই কোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পরেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন আপ প্রধান।

বিজেপির 'এক দেশ এক ভোট'কে আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ বিজেপির ইস্তাহারে 'এক দেশ এক ভোট' নীতি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতিকে সোমবার আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, এই নীতি কার্যকর করা হলে দেশে আর কখনও ভোটই হবে না। কেউ ভোট দিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। তৈরি হবে স্বৈরাচারী সরকার। সোমবার কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে সভা ছিল মমতার। তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বসুনিয়ার সমর্থনে প্রচারে গিয়ে বিজেপির ইস্তাহারকে আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, "ওরা তো ইস্তাহারে বলেই দিয়েছে, 'এক দেশ এক ভোট' করবে। অর্থাৎ, দেশে আর নির্বাচন থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো থাকবে না। রাজ্যগুলো আর থাকবে না। দেশে ভোট হবে না। স্বৈরাচারী সরকার তৈরি হবে। একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।" বিজেপির প্রস্তাবিত নীতিকে কটাক্ষ করে মমতার সংযোজন, "এক দেশ, এক ভোট মানে এক নেতা, এক খাবার, এক ভাষা, এক ভাবনা। সারা দেশ বুঝে গিয়েছে, এ বার আপনারাও বুঝুন। দেশকে যদি স্বাধীন রাখতে হয়, তা হলে 'বিজেপি হটাও'। না হলে দেশের স্বাধীনতা থাকবে না। দেশের ইতিহাস, ভূগোল সব গুলিয়ে দিচ্ছে ওরা।" বিজেপির ইস্তাহারে 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' চালু করার প্রতিশ্রুতি নিয়েও আক্রমণ করেছেন মমতা। জানিয়েছেন, ওই বিধি চালু করা হলে আদিবাসীরা নিজেদের অধিকার হারাবেন। মমতা বলেন, "আমি আগে বলেছি। সেটাই মিলে গেল। ওদের ইস্তাহারে 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' চালু করার কথা বলা হয়েছে। ওটা চালু হলে তফসিলি বন্ধুরা নিজেদের পরিচয় হারাবেন। আদিবাসীদের আর কোনও অধিকার থাকবে না। আপনারা কখন কী করবেন, সব ওরা ঠিক করে দেবে। কে কী খাবেন, কখন খাবেন, ওরা ঠিক করে দেবে। কোনও স্বাধীনতা থাকবে না।" ইস্তাহারে রবিবার 'মুদ্রা যোজনা'র কথা বলেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। কোচবিহারের সভায় তাকেও কটাক্ষ করেছেন মমতা। ওই প্রকল্পে দেশের উদ্যোগপতিদের ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। মমতার কথায়, "ওরা নাকি ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। টাকাই তো দেয় না"।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অণ্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

বেশি বিক্রি হচ্ছে স্যামসাংয়ের স্মার্টফোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ অ্যাপলের স্মার্টফোন সরবরাহ চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে। অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হওয়ার কারণে আইফোন বিক্রির এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে গবেষণাপ্রতিষ্ঠান আইডিসির পরিসংখ্যানে দেখা গেছে। অ্যান্ড্রয়েড ফোন প্রস্তুতকারীরা বাজারে শীর্ষস্থান দখল করতে প্রতিযোগিতা তীব্র করেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, জানুয়ারি-মার্চ—এই তিন মাসে বিশ্বে স্মার্টফোনের সরবরাহ ৭ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে ২৮ কোটি ৯৪ লাখে পৌঁছেছে। এর মধ্যে স্যামসাং একাই বাজারের ২০ দশমিক ৮ শতাংশ দখল করেছে। ফলে বাজারে এত দিন অ্যাপলের যে আধিপত্য ছিল, তা ভেঙে দিয়ে কোরিয়ার কোম্পানিটি শীর্ষ স্থান দখল করে নিয়েছে। গত ডিসেম্বরেই অ্যাপল স্যামসাংকে হারিয়ে বিশ্বের স্মার্টফোন প্রস্তুতকারীর তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছিল। কিন্তু এরপরই আইফোনের বিক্রি কমে যায়। অ্যাপলের অবস্থান এখন দ্বিতীয়। কোম্পানিটির বাজার শেয়ার ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ। গত প্রান্তিকে বিশ্বে হুয়াওয়ের মতো চীনা ব্র্যান্ডের ফোনের বিক্রি অনেক বেড়েছে। শাওমি চীনের সবচেয়ে বিক্রি হওয়া ফোনগুলোর একটি। এটি এখন বিশ্বে তৃতীয় সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া ফোন। শাওমির বাজার শেয়ার ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। এ বছরের শুরুতে স্যামসাং তাদের নতুন স্মার্টফোন বাজারে ছেড়েছে। গ্যালাক্সি এস২৪ সিরিজের এই ফোনগুলো সারা বিশ্বে সরবরাহ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৬ কোটি এস২৪ সিরিজের ফোন শুধু এই তিন মাসেই বাজারে পাঠানো হয়েছে। গত বছর বাজারে ছাড়ার পর প্রথম তিন সপ্তাহে গ্যালাক্সি এস২৩ সিরিজের ফোন যত বিক্রি হয়েছিল, তার তুলনায় গ্যালাক্সি এস২৪ সিরিজের ফোনের বিক্রি বিশ্বজুড়ে ৮ শতাংশ বেড়েছে। কাউন্টারপয়েন্টের পরিসংখ্যানে এটা দেখা গেছে। আইডিসির তথ্য জানাচ্ছে, চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে অ্যাপল ৫ কোটি আইফোন সরবরাহ করেছে। গত বছরের একই সময়ে অ্যাপল ৫ কোটি ৫৪ লাখ ফোন বিক্রির জন্য বাজারে পাঠিয়েছিল। গত বছরের শেষ প্রান্তিকে ঠিক এক বছরের আগের তুলনায় চীনে অ্যাপল স্মার্টফোনের সরবরাহ ২ দশমিক ১ শতাংশ কমেছে। আইফোন বিক্রি কমে যাওয়ায় এটা পরিষ্কার যে অ্যাপল তার তৃতীয় বৃহত্তম বাজারে কতটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। চীনের বেশ কিছু কোম্পানি ও সরকারি সংস্থা কর্মীদের অ্যাপল ডিভাইস ব্যবহার সীমিত করেছে। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার চীনা অ্যাপ ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করার পর চীন অনেকটা একই রকম পদক্ষেপ নেয়।

নজিরের মধ্যেই আশঙ্কা ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ অপেক্ষা ছিল সংশোধনের। অথচ গত সোমবার থেকে ভারতীয় শেয়ার বাজারের সূচক একের পর এক মাইলফলক পার করতে থাকল। নামমাত্র সংশোধন এল শুক্রবার। তবে এরই মধ্যে ইজ়রায়েলের উপরে আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে ইরান। অর্থনীতি এবং শেয়ার বাজারের উপরে তার কী প্রভাব পড়ে, সে দিকেই এখন তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট সব মহল। গত সোমবার সেনসেক্স এবং নিফটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছয়। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচকটি লেনদেনের মধ্যবর্তী সময়ে প্রথম বার ৭৫,০০০ পার করলেও দিনের শেষে নেমে আসে। বুধবার শেষ বেলায় তা ৭৫,০৩৮ পয়েন্টে থিতু হয়। সোমবার বিএসই-তে নথিভুক্ত সমস্ত শেয়ারের মোট মূল্য প্রথম বার ৪০০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছয়। ৩০০ লক্ষ কোটি (৫ জুলাই ২০২৩) থেকে এই উচ্চতায় উঠতে সময় লেগেছে মাত্র ন'মাস। ২০২১ সালের ২১ জানুয়ারি সেনসেক্স ৫০,০০০-এ পা রেখেছিল। সেখান থেকে ৫০% বেড়েছে মাত্র তিন বছর আড়াই মাসে। এক বছর আগে সেনসেক্সের অবস্থান ছিল ৫৯,৮৪৭। অর্থাৎ, মাত্র ১২ মাসে সূচকটি ২৫.৩৮% মাথা তুলেছে। শুধু বড় মাপের শেয়ারই (লার্জ ক্যাপ) নয়, এই সময়ে অত্যন্ত চড়া হারে বেড়েছে অসংখ্য মাঝারি (মিড ক্যাপ) এবং ছোট শেয়ারও (স্মল ক্যাপ)। সব ধরনের শেয়ার এতটা ওঠায় প্রত্যেকটি মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্প আকর্ষণীয় হারে লাভের সন্ধান দিয়েছে। এতটা মাথা তোলার পরে গত শুক্রবার সেনসেক্স ৭৯৩ পয়েন্ট খোয়ায়। বিক্রির চাপে নিফটিও নামে ২৩৪ পয়েন্ট। তবে দুই সূচকের উচ্চতা নয়, এই পতনের মূল কারণ ছিল আমেরিকায় পূর্বাভাসের (৩.২%) তুলনায় বেশি মূল্যবৃদ্ধি (৩.৫%)। সে দেশে যত দ্রুত সুদ কমানো হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছিল, এর ফলে তা না-ও হতে পারে বলে মনে ধরে নেন লগ্নিকারীরা। ভারতের সুদের হার আরও কিছু দিন চড়া থাকবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা উদয় কোটাক। তবে যে কারণেই হোক, এত উঁচু বাজারে সংশোধন আসায় কিছুটা স্বস্তি বোধ করছেন বিশেষজ্ঞেরা। সে দিন বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলি ভারতের বাজার থেকে নিট ৮০২৭ কোটি টাকা তুলে নিয়েছিল। বাজার আরও পড়ত যদি না দেশীয় সংস্থাগুলি ৬৩৪২ কোটি টাকার পুঁজি ঢালত। এর বাইরেও কিছু শর্ত তৈরি হয়েছে যা বাজারকে চাপে রাখতে পারে। শনিবার গভীর রাত থেকে ইজ়রায়েলের উপরে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা শুরু করেছে ইরান। যা নতুন করে অশোধিত তেল ও অন্যান্য পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত করতে পারে। সম্প্রতি বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেল ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলার পার করেছে। সংশ্লিষ্ট মহলের আশঙ্কা, ইরান-ইজ়রায়েলের সমস্যা সুদূরপ্রসারী হলে তেলের দাম আরও বাড়তে পারে। যা ভারতের মতো তেল আমদানিকারী দেশের পক্ষে ভাল খবর নয়। আবার উল্টো দিকে মার্চে দেশের খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার ৫.০৯% থেকে নেমে এসেছে ৪.৮৫ শতাংশে। এই খবর আশঙ্কার দিকগুলিকে কতটা প্রতিহত করতে পারে সে দিকে নজর থাকবে। রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের আশা, জুলাই-সেপ্টেম্বরে মূল্যবৃদ্ধির হার নামতে পারে ৩.৮ শতাংশে।

সোনা (১০গ্রাম):	৭২৯৩১
রূপা (১ কেজি) :	৮৩৯৬১
ডলার (ইউ এস):	৮৩.৩৯

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৩৩৯৯.৭৮
নিফটি—	২২২৭২.৫০
ন্যাসডাক—	১৬১৭৫.০৯
এ.সি.সি—	২৪৫০.৮০
ভারতী টেলি—	১২২৭.১৫
ভেল—	২৫৬.৪০
এল এন্ড টি —	৫৪৫৫.৫০
টাটা মোটর্স—	৯৯৮.৭০
টি.সি.এস. —	৩৯৪১.৬৫
টাটা স্টিল—	১৬০.৯০
ডাবর —	৪৯৫.২৫
গোদরেজ —	৮৪০.০০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৪৯৪.৯৫
আই.টি.সি.—	৪২৫.৯০
ও.এন.জি.সি.—	২৭৯.৭৫
সিপলা —	১৩৮৫.৭০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২২৩৭.৮৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৫১০.১০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক-	১০৭৮.৮০
সেল—	১৫১.০০
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৫৭.৭৫
সিমেন্স—	৫৪৬৭.৪৫
ফাইজার—	৪০৯৫.০০
ইউনিটেক—	১০.৯১
উইপ্রো—	৪৫৯.২৫
ডা. রেড্ডি—	৬০১০.০০
মারুতি—	১২৪২৬.৫৫
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০৫৮.৫৫
টি সি আই —	৮৪২.৩৫
মহানগর টেলি —	৩৫.২৩
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২২২.৯৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ১৬ এপ্রিল

১৭৪৬ কালোডেনের যুদ্ধ এই দিন শুরু হয়। এই যুদ্ধ হয়েছিল স্কটল্যান্ডে। জেকোবাইট সম্প্রদায় কালোডেনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী কোনও ফল ছিল না। **১৮২৮** গোয়ার মৃত্যু। ফ্র্যান্সিসকো দ গোয়া স্পেনের এক বিশিষ্ট চিত্রকর। পৃথিবীর সর্বকালের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের মধ্যে তাঁর নাম অন্যতম বলে মনে করা হয়ে থাকে। গোয়া ছিলেন স্পেনের ম্যুরাল শিল্পীদের মধ্যেও অন্যতম। তাঁর সমসাময়িক স্পেনের অন্য শিল্পীদের মধ্যেও যে ক্লাসিক মনোভাব দেখা দিয়েছিল তা রেনেসাঁ ফল। স্পেনের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মোরেলস (১৫০৯-১৫৬৮), এল গ্রেকো, ইনি ছিলেন মূলত গ্রিক বংশোদ্ভুত। জন্ম হয়েছিল ১৫৪১ সালে। ১৬১৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এছাড়া এই রিবালতা (১৫৬১-১৬২৮), রিবেরা (১৫৮৮-১৬৫২), জুরবারান (১৫০৮-১৬৬৪), ভেলাক্রুজ (১৫৯৯-১৬৬০), মুরিলো (১৬১৭-১৬৮২)। গোয়ার আঁকা ছবিগুলি এখনও বহু মানুষের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭৪৬ সালে। **১৮৮৯** চার্লস চ্যাপলিনের জন্ম। ইনি ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক অভিনেতা। চলচ্চিত্র জগতে নতুন যে কমেডি তিনি নিয়ে এসেছিলেন তা পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসকেই বদলে দিয়েছিল। চ্যাপলিন ছিলেন অত্যন্ত গরিব বাবা মায়ের সন্তান। তাঁরা দুই ভাই বাবা অপেরায় পিয়ানো বাজাতেন। মা অভিনয় করতেন। ফলে দুই ভাইকে বাড়িতে রেখেই বাবা মা কাজে বেরিয়ে যেতেন। তখন তারা দুজনে জানলার ধারে বসে রাস্তা দিয়ে সব লোককে যেতে দেখতেন। এই লোকগুলিকে তারা নকল করতেন নানা হাবভাব করে। নিজেদের মধ্যে এই রকম মহড়া চলত দিনের পর দিন।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২ /৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯১৫

পাশাপাশি ঃ- ১) রাজনীতিবিদেরা এটা করেই থাকেন ৬) বৈভব / ঐশ্বর্য্য (উর্দুতে) ৮) চলতি বাংলার 'সাও' ১০) বাতিল ১১) ডানা ১২) শমন ১৪) মাতলামো ১৫) পাকিস্তানের বন্দর ১৬) ফেলুদার সহকারী ১৭) লাঙ্গল ১৮) সকলই/ শেষে তা যোগে সূর্য ২০) অবয়ব ২১) শুভ সূচনা ২৩) আম দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের —

উপরনীচ ঃ- ২) ইংরেজীতে ক্ষতি ৩) প্রস্থ ৪) কোমলে ব্যথা ৫) উল্টে তল ৭) সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ৮) একটি বাংলা উপ্যাস ৯) — পাখি ১১) — করে পতাকা উড়ছে ১৩) শক্তি ১৪) কিস্তি — ১৮) কেনাবেচা ১৯) দুঃখ ২১) বিশেষ চুক্তি ২২) সবুর

উত্তর - ৫৯১৪

পাশাপাশি ঃ-১) বরজ। ৪) কপিকল। ৬)রাবিন। ৭) নাবালক। ৮) নটী। ১০) রমা। ১২) মহাবীর। ১৫) বখাটে। ১৭) নীশাচর। ১৮)রসাল।
উপরনীচ ঃ- ১) বরাহ। ৩)জনগণ। ৪) করনা। ৫) লসকর। ৯) আমদানী। ১১) মাল্যবর। ১৩) রবার। ১৪) এঁটেল ১৬) খাসা।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

৩ বৈশাখ, ভাঃ ২৭ চৈত্র, **১৬ এপ্রিল** ৩ বহাগ, সংবৎ ৮ চৈত্র সুদি, ৬ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫ ।২০, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫ ।৫৫। **মঙ্গলবার,** অষ্টমী অপরাহ্ন ঘ ৪ ।২৮ মিঃ। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র দিবা ঘ ৬ ।২৩ মিঃ। ধৃতিযোগ রাত্রি ঘ ২ ।৭ মিঃ। ববকরণ, অপরাহ্ন ঘ ৪ ।২৮ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ঘ ৫ ।২ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**—কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ৬ ।২৩ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**— ত্রিপাদদোষ।, দিবা ঘ ৬ ।২৩ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**- ঈশানে, অপরাহ্ন ঘ ৪ ।২৮ গতে পূর্ব্বে। **বারবেলাদি**- ঘ ৬ ।৫৪ গতে ৮ ।২৯ মধ্যে ও ১ ।১২ গতে ২ ।৪৬ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৭ ।২০ গতে ৮ ।৪৬ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-দীক্ষা, অপরাহ্ন ঘ ৪ ।২৮ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। **বিবিধ**-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ -অগ্নিভয়। **বৃষ**- ভাগ্যোদয়। **মিথুন** - মানসিক চিন্তা। **কর্কট** -প্রব্যপ্রাপ্তি। **সিংহ**- কলানুশীলন। **কন্যা**- নিরাশা। **তুলা**-পরগৃহে বাস। **বৃশ্চিক**- ভোগ বিলাস। **ধনু**- সঞ্চয় বাধা। **মকর**- অসাধুতা। **কুম্ভ**- বন্ধুর সাহায্য লাভ। **মীন** -মানহানি।

আগামীকাল

মেষ -পদোন্নতি। **বৃষ**- পত্নিবিরহ। **মিথুন**- মিত্রলাভ। **কর্কট**-ব্যবসায় প্রসার। **সিংহ**- ক্রমোন্নতি। **কন্যা**- গৌরব বৃদ্ধি। **তুলা**- দাম্পত্য সুখ। **বৃশ্চিক**- ব্যভিচার। **ধনু**- বিলাসিতা। **মকর**- পদঙ্খলন। **কুম্ভ**- অনুশোচনা। **মীন** -বিরচিত।

তীব্র জল সঙ্কট, রাস্তায় হাঁড়ি-কলসি নামিয়ে পথ অবরোধ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৫ এপ্রিলঃ গরম পড়তেই জল সঙ্কট। এক ফোঁটা জলের জন্য গ্রামজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র হাহাকার। নলবাহিত পানীয় জল তো মিলছেই না, গ্রামের একমাত্র নলকূপটিও বিকল। বারবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরে অভিযোগ জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। অগত্যা গ্রাম থেকে দল বেঁধে গাড়ি ভাড়া করে মহকুমা শহরে গিয়ে রাস্তায় হাঁড়ি কলসি নামিয়ে অবরোধ-বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকার মহিলারা। এদিন এই ছবিই দেখা গেল বাঁকুড়ার খাতড়ায়। অবরোধের জেরে এদিন খাতড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়কে যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের পিঠাবাইদ গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। অভিযোগ, গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন বসানো হলেও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের টালবাহানায় সেই পাইপ লাইন দিয়ে জল মেলে না। গ্রামে একমাত্র ব্যবহার যোগ্য নলকূপ থেকে কোনক্রমে পানীয় জল সংগ্রহ করতেন গ্রামের ৭০ থেকে ৮০ টি পরিবার। কিন্তু, সম্প্রতি সেই নলকূপটিও বিকল হয়ে পড়েছে। ফলে কার্যত নির্জলা হয়ে পড়েছে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের পিঠাবাইদ গ্রাম।

ভোটের আগে পানীয় জলের তীব্র হাহাকারে গ্রামের মানুষের ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। গ্রামের লোকজনের অভিযোগ, সব দেখে শুনেও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন। সে কারণেই বাধ্য হয়ে তাঁরা প্রতিবাদের রাস্তায় হাঁটছেন। জলের জন্য পিক আপ ভ্যান ভাড়া করে গ্রামের মানুষ ছুটে গেলেন মহকুমা শহর খাতড়ায়। সেখানে খাতড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়কের উপর জলের হাঁড়ি কলসি নামিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে খাতড়া থানার পুলিশ অবরোধ তুলতে যায়। কিন্তু, বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে পুলিশেরও বচসা শুরু হয়ে যায়। অবরোধকারীদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, জলসঙ্কট না মেটানো পর্যন্ত তাঁরা অবরোধ চালিয়ে যাবেন। তবে শেষ পর্যন্ত প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় অবরোধ তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ।

ভূপতিনগর বিস্ফোরণের সময় বদল করা হয়েছে চার্জশিটে, দাবি এনআইএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে আদালতে পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এনআইএ আধিকারিকদের দাবি, ভূপতিনগর বিস্ফোরণের সময় বদল করা হয়েছে পুলিশের দেওয়া চার্জশিটে। আজ আদালতে এমনই তথ্য তুলে ধরেন মামলার তদন্তকারী অফিসার। বিস্ফোরণের সময় নাকি দেড় ঘণ্টা এগিয়ে দেখানো হয়েছে দাবি কেন্দ্রীয় এজেন্সির।

সোমবার এনআইএ-র বিশেষ আদালতে মুখ্য বিচারক সৌম্যেন্দ্রনাথ দাসের এজলাসে চলে মামলার শুনানি। এদিন তদন্তকারী অফিসার বিচারকের সামনে বলেন, "ভূপতিনগর বিস্ফোরণের পর পুলিশ তদন্ত করে যে চার্জশিট দিয়েছিল তাতে বিস্ফোরণের সময় বলা হচ্ছে রাত সাড়ে আটটা। কিন্তু আমরা তদন্তে পেয়েছি বিস্ফোরণ ঘটেছে রাত্রি দশটার আশেপাশে। এই মর্মে কয়েকজন সাক্ষীর বয়ানও পেয়েছি।"

এনআইএ আধিকারিকদের দাবি, এই ঘটনায় কাউকে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে। আর সেই জন্যই চার্জশিটে বিস্ফোরণের সময় প্রায় দেড় ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়ায় হয়েছে। পাশাপশি তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিস্ফোরণে যে তিন জনের মৃত্যু হয়েছিল তাঁদের মধ্যে দু'জন মৃতের সঙ্গে ওই দিন রাত ৯.৫১ মিনিট নাগাদ ফোনে কথা বলেছেন বলাই মাইতি ও মনোব্রত জানার। গোয়েন্দারা জানান, "কথোপকথনের এই কল ডিটেইলস আমার পেয়েছি। সাড়ে আটটায় বিস্ফোরণ হলে কীভাবে ৯.৫১ মিনিটে ফোনে কথা বলা সম্ভব?"

এ দিন, মনোব্রত ও বলাইকে আরও তিনদিন হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে এনআইএ। ঘটনার দিন অভিযুক্তরা ফোনে কী কী কথা বলেছেন সেই সব আরও বিস্তারিত জানার জন্য তাদের হেফাজতে পেতে চেয়েছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা।

দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু সুদ কারবারির, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৫ এপ্রিলঃ ভোটের আগে ফের অশান্ত আসানসোল। আবারও গুলি চলল সেখানে। গুলিবিদ্ধ এক সুদ কারবারি। স্থানীয় সূত্রে খবর, কাচের দরজার বাইরে থেকে গুলি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। পরে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। দ্রুত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতের নাম উমাশঙ্কর পাসওয়ান। রবিবারই তিনি ফিরেছিলেন চেন্নাই থেকে। পেশায় সুদ কারবারি। জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে চিনাকুড়ি রেলগেটের কাছে নিজের অফিসে বসেছিলেন ওই ব্যক্তি। অভিযোগ, দু'টি বাইকে করে চারজন আসেন। কাচের দরজার বাইরে থেকে তাকে লক্ষ করে গুলি চালায়। এরপরই দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, গত অক্টোবর মাসে একইভাবে কুলটির চিনাকুড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল আরও এক সুদ কারবারির। তাঁর নাম ছিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত। উমাশঙ্করবাবুর অফিসে কর্মরত এক ব্যক্তি বলেন, "সকালবেলা একজন ব্যক্তি এসেছিলেন। সে এসে সঞ্জীব নামের কাউকে খোঁজাখুঁজি করছিল। উমাশঙ্করবাবু জানান এই নামের কাউকে চেনেন না। তারপর ওই লোকটি চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ফের তিনি আসেন। মুখে বাধা ছিল গামছা। তারপর ফের জিজ্ঞাসা করল সঞ্জীব বলে কেউ ফোন করেনি। উমাশঙ্কর না বলতেই প্যান্ট থেকে বন্দুক বার করল আর গুলি চালাল। বাইকে করেও বাইরে থেকে এসে গুলি চালানো হয়েছে। প্রায় চার থেকে পাঁচটা গুলি চলেছে।"

পথশ্রীর পথ বদল, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৫ এপ্রিলঃ পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরির জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে এক মৌজায়। এদিকে রাস্তা হয়ে গেল আরেক মৌজায়। অভিযোগ, তারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঠিকাদারের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত উপপ্রধানকে। বাঁকুড়ার আঁধারথোল গ্রামপঞ্চায়েতের ঘটনা। অভিযোগ, জনবহুল এলাকায় রাস্তা তৈরির কথা থাকলেও প্রোমোটারদের সুবিধার জন্য অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। উপপ্রধানের অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির একাংশের মদতেই এই ঘটনা ঘটেছে। বাঁকুড়ার আঁধারথোল গ্রামপঞ্চায়েতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটের মুখে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ সামনে আসছে। এক্ষেত্রেও বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগ সামনে এনেছে।

বাঁকুড়ার আঁধারথোল গ্রামপঞ্চায়েতের নতুনগ্রামে একটি জনবহুল এলাকার কাঁচা রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পে পাকা করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। রাস্তার মাপজোকও হয়। অভিযোগ, এরপর কাজ আর এগোয়নি। আঁধারথোল গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান-সহ স্থানীয়দের একাংশের দাবি, নতুন গ্রামের রাস্তার জন্য বরাদ্দ অর্থে বরাত পাওয়া ঠিকাদার কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করেন পার্শ্ববর্তী পাহাড়পুর গ্রামে। আর এতেই ক্ষোভের পারদ চড়তে থাকে নতুনগ্রামে। নতুনগ্রামের বাসিন্দাদের দাবি, শুধুমাত্র জমির প্রোমোটারদের স্বার্থ রক্ষা করতে ঠিকাদার নতুনগ্রামের জনবহুল রাস্তা ছেড়ে পাহাড়পুর গ্রামে ফাঁকা জায়গায় মেঠো রাস্তা পাকা করছেন। প্রতিবাদ করে উপপ্রধান হুমকিও পেয়েছেন বলে অভিযোগ। আরিফুল মল্লিকের কথায়, "বর্ষাকালে এক হাঁটু জল জমে এখানে। কিছুদিন আগে মাপামাপি হল। অথচ এখানে রাস্তা না করে অন্য কোথাও রাস্তা করে দিল। ঠিকাদার করেছে এসব।"

বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমার কাছে খবরটা এসেছে। বিশদে খোঁজখবর নিচ্ছি। তবে যে রাস্তা তৈরি হচ্ছে সবই পথশ্রীর আওতায়। পথশ্রীর ক্ষেত্রে নিয়ম বেশিরভাগ এলাকার সাধারণ মানুষ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীতে ফোন করে এলাকার উন্নয়নের জন্য জানান। সেখান থেকেই সিলেকশন করে ব্লক থেকে জিপিতে যায়। খতিয়ে দেখে তারপর রিপোর্ট হয়, টাকা বরাদ্দ হয়, টেন্ডার হয়, রাস্তা হয়। আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। আর এই গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির। আর উপপ্রধান কিন্তু আমাকে কিছু জানাননি।" বিজেপির বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য বিকাশ ঘোষের কথায়, "তৃণমূলের নেতারা কাটমানি ছাড়া কিছুই বোঝে না। প্রোমোটারদের কাছে টাকা খেয়ে রাস্তা করেছে। আর ওরা বলছে গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির। কিন্তু এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য তো তৃণমূলের। তার মানে তৃণমূলের সদস্য কাজ দেখেশুনে করাচ্ছেন। প্রধানের তো কিছু করার নেই।"

গণধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১৫ এপ্রিলঃ নববর্ষের রাত্রিবেলা নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ। ঠান্ডা পানীয় মাদক মিশিয়ে ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে নাবালিকার অবস্থা বর্তমান সঙ্কটজনক বলে পরিবার সূত্রে খবর। মেয়েটির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার তিনজন। নদিয়ার তেহট্টের ঘটনা। রবিবার রাত্রিবেলা অর্থাৎ নববর্ষের দিন ১৪ বছরের নাবালিকা বাড়িতে ছিল। বাড়ির পাশে মেলা হচ্ছিল। পরিবারের লোকজন গিয়েছিল মেলা দেখতে। পরিবারের দাবি, বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁদের মেয়ে ঘরের ভিতরে অচৈতন্য অবস্থায় রয়েছে। সঙ্গে তিন কিশোর। নির্যাতিতার বাবা-কাকিমা ঘরে এসে অভিযুক্তদের আটকে রাখেন বলে খবর। অভিযোগ, এরপরই অভিযুক্তর পরিবারের লোকজন এসে মেয়েটির বাবা ও কাকিমাকে বেধড়ক মারধর করে সেখান থেকে নিয়ে চলে যায়। এ প্রসঙ্গে নির্যাতিতার মা বলেন, "আমার মেয়ে কোল্ডড্রিঙ্ক খেতে ভালবাসে। মনে হয় ওর সঙ্গে কিছু মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছে। তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায় আমার মেয়ে। তখন ওরা গণধর্ষণ করে। আমরা চাইছি ওদের শাস্তি হোক। মেয়ে ভাল নেই।"

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

বাংলা, বিহার, মহারাষ্ট্র, বিজেপির কাঁটা

বিজেপি নেতারা ৩৭০ বা ৪০০ পার আর গোদি মিডিয়া ৪২৫ বলে যতই লাফালাফি করুক, ২০১৯-র ফলাফলকে টপকাতে পারবে না মোদির বিজেপি। মার খাবে তিনটি রাজ্যে বেশী করে। এই রাজ্যগুলি হল মহারাষ্ট্র, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ। গতবারে বিহারে যত আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছিল জেডিইউকে সঙ্গে পেয়ে প্রায় সব আসনই গিয়েছিল বিজেপির পক্ষে। পশ্চিমবঙ্গে আগের বার ১৮টি আসন পেয়েছিল বিজেপি তার পেছনে বিজেপি বা মোদির জনপ্রিয়তা নয়, অবদান ছিল বামপন্থীদের। বামপন্থীদের ভোট রামপন্থীদের বাক্সে চলে যাওয়ার জন্যই রামেদের ভোট বেড়ে গিয়েছিল এবং আসন সংখ্যাও বেড়েছিল। আগের বার মহারাষ্ট্রে নির্বাচনে বিজেপি ও শিবসেনা একসঙ্গে লড়েছিল। তাই আসন সংখ্যাও বেড়েছিল। অন্যান্য হিন্দী বলয়ের রাজ্যগুলিতে যদি এনডিএ বা বিজেপি সবচেয়ে ভাল ফল করে তাহলে ১৮০ থেকে ১৯০-র মধ্যে আসন প্রাপ্তি হবে। এই সংখ্যা দিয়ে ৩৭০ বা ৪০০ পার অথবা গোদি মিডিয়ার ৪২৫ কোনটাই হবে না। হতে পারে যদি নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসন বিজেপির সহায় হয়। সহায় হবে না বলা যায় না। বরং সহায় হবে তার নমুনা ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। বিরোধী দলের নেতাদের প্রতি নির্বাচন কমিশনের যে ধরণের কার্য প্রণালী সেই ধরণের ব্যবহার বিজেপি নেতাদের সাথে হচ্ছে না। আদর্শ আচরণবিধিতে যে নিষেধাজ্ঞাগুলি লিপিবদ্ধ আছে সেগুলি মেনে চলার দায় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে নিচু তলার বিজেপি নেতাদের নেই। ধর্ম, সেনাবাহিনী, শিশু ইত্যাদি ভোট প্রচারে ব্যবহার করা যাবে না অন্যরা মানলেও বিজেপির জন্য সব কিছুতেই ছাড়। ব্যক্তিগত আক্রমণ করা যাবে না আচরণবিধিতে রয়েছে। তবে তা পালন করতে হবে বিরোধীদের, শাসক দলের নয়।

এত কিছুর পরও বিজেপি বা আরএসএস নিশ্চিত হতে পারছে না মোদি তৃতীয়বার অক্লেশে ক্ষমতায় আসবেন। তাই বড় থেকে ছোট সব নেতা আক্রমণ শানাচ্ছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে এমন ভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে যেন দলে ১০০ শতাংশ নেতা কর্মী সবাই চোর, আর বিজেপি দলের ১০০ শতাংশ নেতা কর্মী সবাই সাধু গেরুয়াধারী। নির্বাচন কমিশনের সাহস থাকলে অভিষেক ব্যানার্জী বা রাহুল গান্ধী চপারে যেমন আয়কর তল্লাশী চালানো হল সেই একই ধরণের তল্লাশী প্রধানমন্ত্রী থেকে অন্য সমস্ত বিজেপি নেতাদের চপার বা বিমানে তল্লাশী করে দেখাক। তাহলে বোঝা যাবে নির্বাচন কমিশন কেনা গোলাম নয়। হলফ করে বলা যায় নির্বাচন কমিশন তা পারবে না। বেছে বেছে যেভাবে অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পুলিশ আধিকারিকদের বদলী করছে কমিশন সেই একই ভাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে করে দেখাক। পারবে না। তার পরও তিনটি রাজ্যে যত চেষ্টা হোক না কেন আগের আসন ধরে রাখতে পারবে না মোদির বিজেপি। তবে সব কিছু নির্ভর করছে কমিশনের উপর। ইভিএম তাদের হাতে।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্মযোগের তত্ত্ব

তার চেয়ে বেশি আশা যদি কেউ করে তবে সেটি তার ভুল। সময় যদি সবটাই লাগিয়ে দেন তাহলে আরও সময় পাবেন কোথায়? চব্বিশ ঘন্টাই দিয়ে দিয়েছেন। এখন পঁচিশ ঘন্টা কোথায় পাবেন? যতটা বুদ্ধি, সামগ্রী, সামর্থ্য আছে তার সবটাই যদি মানুষের হিতে লাগিয়ে দেন তাহলে অতিরিক্ত পাবেন কোথা? আপনাদের কাছে যা কিছু আছে তাকে অপরের হিতার্থে নিযুক্ত করার ভাব এমন হোক যে এর কোনো কিছুই আমার বা আমার জন্য নয়, এ সবই অপরের এবং অপরের জন্য। তাহলে অসংলগ্নতা নিজে থেকেই প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

অসংলগ্নতা আমাদের স্বরূপ—**'অসঙ্গো হি অয়ং পুরু,ঃ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫)। যে অসংলগ্নতা জ্ঞানযোগীরা চিন্তার মাধ্যমে প্রাপ্ত হন সেই অসংলগ্নতা কর্মযোগীর অপরের জন্য কর্ম করে প্রাপ্ত হন। নীচের দুটি শ্লোককে খুব মন দিয়ে পড়ুন, স্মরণে রাখুন—

সাংখ্যযোগ্যে পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।।
যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।

'অবুঝ লোকেরাই সাংখ্য (জ্ঞানযোগ) এবং যোগ (কর্মযোগ)-কে আলাদা বলে থাকেন। পণ্ডিতেরা তা বলেন না। তার কারণ এই দুটির যে কোনো একটিতেও ভালোভাবে স্থিত মানুষ দুটিরই ফলস্বরূপ পরমেশ্বরকে পেয়ে যান।

ক্রমশ...

মূল্য অমূল্য মণিপুর

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

যাঁদের জীবন বন্দুকের নলে তাক করা রয়েছে তাঁদের আবার ভোট। গণতন্ত্রের উৎসব, ভোটাধিকার সব বিষয়গুলো তাঁদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কে হবেন 'দিল্লির রাজা', কে দেবেন সুষ্ঠু প্রশাসন, সবকিছুই মাথার চিন্তার বাইরে চলে যায়। যেখানে চোখের সামনে ঘর দাউ দাউ করে পুড়ে, যেখানে মা-বোনদের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত, যেখানে 'আজ আছি কাল নেই' গোছের ভবিতব্য, সেখানে ভোট মানে অনর্থক একটি সমস্যার দিন তুলে আনা। বেঁচে থাকতে হলে 'বল বল আপন বল' যেখানে বীজমন্ত্র হয়, সেখানে গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়। মণিপুরের আগামী ভোট অধিকাংশ মণিপুরবাসীর কাছে বড্ড আক্ষেপের। আজও মণিপুরে শান্তি ফিরলো না। অথচ ড্যাং-ডেঙিয়ে ভোট চলে এল। মণিপুর নিস্তব্ধ। বন্দুক হাতে যুবসমাজ 'চাচা আপন প্রাণ' বাঁচাতে রাত জাগছেন। বন্দুক থেকে গুলি ছুটে আসছে। প্রতিহত করতে হচ্ছে। ভোটের কী হবে সে ব্যাপারে উৎসাহিত নন। মণিপুরের ছাত্রসমাজের বেশ খানিকটা অংশ কলম ছেড়ে বন্দুকে মন প্রোথিত করেছেন। উপায়ই বা কি? গর্ত থেকে সাপ বেরোলে কার্বলিক ছড়াতে হয়। মণিপুর যুবসমাজের হাতে এখন

কার্বলিক অ্যাসিড বন্দুক নামের আগ্নেয়াস্ত্র। প্রতিদিন দেশের খবরের কাগজগুলো খুললেই মণিপুর জুড়ে নজর পড়ে কোনো না কোনো তান্ডব ও খুনের খবর।

কেন্দ্রে বর্তমানে নরেন্দ্র মোদীর সরকার রয়েছে। চেষ্টা করছেন সংঘর্ষ থামিয়ে মণিপুরকে শান্ত করতে। কিন্তু অশান্ত মণিপুরকে শান্ত করবার ক্ষমতা বুঝি দেবতাদেরও নেই। যে সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলো কেন্দ্র সরকারের সমালোচনা করছেন, তারাও যখন কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিলেন মণিপুরকে শান্ত করতে পারেননি। এর মস্ত কারণ মণিপুর নিজেই শান্ত হতে চায় না। মণিপুরে উস্কানি দিয়ে জাতিদাঙ্গা লাগিয়ে কিছু বিদেশি শক্তি নখ বাজায়। মণিপুরের ইতিহাসে সন্ত্রাস ও হিংসা স্বাধীনতার পর থেকেই। সে প্রায় গুণে-গুণে সত্তর-পঁচাত্তর বছরের উপর। অথচ বৃটিশদের উৎখাত করতে মণিপুরের মাটি একদিন দেশকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। ১৯৪৪ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রধান রণাঙ্গন ছিল মণিপুর। ওই সময় মণিপুর ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আইএনএ-র মুক্তিঞ্চল। এখানেই গড়ে উঠেছিল আইএনএ-র কর্নেল এনায়েত কিয়ানির নেতৃত্বে গান্ধী ব্রিগেড। শাহনাওয়াজ খানের নেতৃত্বে সুভাষ ব্রিগেড, কর্নেল শওকত মালিকের নেতৃত্বে বাহাদুর গ্রুপ। মণিপুরের আপামর মানুষের ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সমর্থন ও শ্রদ্ধা।

সেই মণিপুর দিন-দিন উত্তপ্ত হয়ে চলেছে। কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে মণিপুরে দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ও হানাহানি। গত বছর ২০২৩ সালের ৩ মার্চ নতুন করে হিংসা তীব্র হয়। ওইদিন ইম্ফলের দক্ষিণে চূড়াচাঁদপুর শহরে কুকি-জো সম্প্রদায় সংহতি মিছল বের করলেই মেইতে সম্প্রদায়ের মানুষ তার প্রতিরোধ গড়ে তুলে। প্রতিরোধ, প্রতিবাদ পরিণত হয় হিংসায়। সম্প্রতি অভিজিৎ দেবনাথের লেখা 'মণিপুরের হিংসা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়লাম। তাতে তিনি লিখেছেন-'বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মণিপুরে কমপক্ষে ১৭৫জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে, ১,১০০ মানুষ আহত, ৭০ হাজারের বেশি মানুষ হিংসার ফলে গৃহহীন হয়েছে এবং ১২ হাজারের বেশি পাশ্ববর্তী মিজোরাম রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে।' চা চাষের উদ্দেশ্য, মণিপুরের মাটির নীচে থাকা বিপুল খনিজ সম্পদ, যেমন খনিজ তেল ও কয়লা করায়ত্তের লোভে বৃটিশরা একদিন মণিপুরের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। আজ আর দেশে বৃটিশ নেই। আছে দেশের স্বাধীন শাসক। তবুও মণিপুরকে শান্ত করা যাচ্ছে না। আসছে ভোট। যাবেও ভোট। ভোট আসা-যাওয়ার মধ্যেখানে মণিপুর দাউ-দাউ করে জ্বলবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতেই হবে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, হাতে অস্ত্র নিয়ে ও বাঙ্কার জীবনে কাটছে মণিপুরেল যৌবন। একটি খবরের কাগজে পড়লাম, হাজার হাজার যুবক বাঙ্কার জীবন যাপন করছেন। মণিপুর তো ভিন্ন দেশ নয়? অঙ্গরাজ্য মাত্র। তবুও মণিপুর যেতে হলে ইনারলাইন পারমিট লাগছে। ইনারলাইন পারমিটে কুকি এলাকায় গ্রাহ্য হচ্ছে না। মণিপুরের মানুষ নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারছেন। এই কুড়ুল মারা বন্ধ হোক। ভারতে শান্তি বজায় থাকুক। যেভাবেই হোক মণিপুর শান্তি-সৌহার্দে ভারতের অমূল্য অঙ্গরাজ্য হোক।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

তৃণমূলের অ্যাসেট ঃ সংগঠন আর প্রকল্প

তন্ময় কবিরাজ

২০২৪ সালের লোকসভা ভোট যে বিজেপির কাছে চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে তা মাস দুয়েক আগেই বোঝা গিয়েছিল যখন অমিত শাহ এবারের লোকসভা নির্বাচনকে করুক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মোদি মুখে যতই চারশো আসনের কথা বলুক না কেন তিনি ভালো করেই জানেন পরিবেশ পরিস্থিতিতে জয়ের পথ অতটা সহজ নয়। কংগ্রেসকে যেমন আক্রমণ করছেন, তেমনি বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সেই রাজ্য সরকারেও সমালোচনা করছেন মোদি। তিনি জানেন তাঁর অ্যাসেট হলো উত্তর ভারত। দক্ষিণে নড়বড়ে অবস্থা, অন্ধ্রপ্রদেশে নিজেদের মধ্যে বিবাদ রয়েছে, ওড়িশাতেও শেষ মুহূর্তে জোট হলো না। পশ্চিমবঙ্গের উপর তাই বিজেপির এবার পাখির চোখ। প্রায় ৩০টির মত সভা করবে বিজেপির শীর্ষ নেতারা। তবে এ রাজ্যে ঘাস ফুল সরিয়ে পদ্ম ফুল ফোটানো খুব কষ্টকর। এখন আর মোদি ঝড় নেই। শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে মিশ্র ধারণা রয়েছে জনমানসে। সব জায়গায় সংগঠন শক্ত নয়। সব থেকে বড় কথা, অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের মত বিজেপি দলে সর্বজনগ্রাহ্য নেতা নেই। অভিষেক বন্দোপাধ্যায় দক্ষতার সঙ্গে সংগঠন দেখছেন, নিচু তোলার কর্মীদের মনোবল বাড়াচ্ছেন। নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নবীন প্রবীণের ভারসাম্য রক্ষা থেকে প্রকল্পের টাকা বৃদ্ধি সব কিছুতেই রয়েছে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের ভূমিকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারছেন। উত্তরবঙ্গের ঝড়ের বিপর্যস্ত হবার পরে দিলীপ ঘোষ যখন বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন,তখন অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বলছেন, কেন্দ্র আবাসের টাকা দিলে এতো ক্ষতি হতো না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন,নির্বাচন কমিশন অনুমতি দিলে তারা ঘর করে দেবে। বাংলায় বিজেপি গত বিধানসভায় ভালো ফল করেছিল কিন্তু তাতে ডুবে থাকলে চলবে না কারন পঞ্চায়েত ভোটের ফল আশানুরূপ হয়নি। বিধানসভা ভোটের বিজেপি কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতে প্রায় ৪৫শতাংশের উপর ভোট পেয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার উত্তরবঙ্গের জন্য ভালো কাজ করলেও ভোটের বাক্সে তার তেমন প্রভাব পড়েনি। সেই ক্ষোভের কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার জলপাইগুড়িতে বলেছেন, "বিপর্যয়ের সময় কিন্ত বিজেপি পাশে থাকে না। "শুধু বিভাজন, ধর্ম আর বাইরে থেকে নেতা এনে ভোট করলে বিজেপির ভোট বাড়বে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, গত বিধানসভা ভোটে বিজেপির ভোট বেড়েছিল কারন বাম কংগ্রেসের ভোট সেখানে ছিল, কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটের বাম কংগ্রেস আগের ভোট ফিরে পাওয়া বিজেপির ভোট বাড়েনি। অর্থাৎ তৃণমূলের কিছু নির্দিষ্ট ভোটব্যাঙ্ক অটুট রয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের নিরিখে তৃণমূলের ছিল ৫১.১৪শতাংশ আর বিজেপির ২২.৪৪শতাংশ। বিজেপির উত্তরবঙ্গের ভোট ধরে রাখতে শীর্ষ নেতারা তৎপর। ইতিমধ্যে পাহাড়ে গুরুং বিজেপিকে সমর্থন করেছে। তবে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাতে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে। অভিমানী জন বর্ল্যা তো বলেছিলো, "চা বাগানে বিজেপিকে ঢুকতে দেবো না। "জঙ্গলমহল জেলাগুলোতে বিজেপির সম্ভাবনা উজ্জ্বল কারন সেখানে বিভাজন ফ্যাক্টর আছে। রঘুনাথপুরে নতুন শিল্পের সম্ভাবনা তৈরি করেছে সরকার। গত বিধানসভার ভোটে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপির ভোট ব্যবধান ছিল খুব কম। তবে দক্ষিনবঙ্গের জেলাগুলোতে তৃণমূলের একচেটিয়া দাপট। বিজেপির রাজনীতির বড়ো সমস্যা, তারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ধরনটা বোঝেনা। তাছাড়া রাজ্যে দলটার বেশির ভাগই অন্য দল থেকে নেতা কর্মী ভাঙিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই কটাক্ষ করে বলেছেন, "আমাদের আপদ বিজেপির সম্পদ।" তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির অনেক অস্ত্র ছিল কিন্ত বিজেপি সেগুলো বাদ দিয়ে পরিবার, ব্যক্তি এইসব আক্রমণ করছে। ইস্যু ভিত্তিক প্রচারের বাইরে চন্দ্রবোরা, দাদাগিরি এসব চলছে। পরিবর্তনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনমানসে যে আবেগ তৈরি করেছিল, বিজেপি সেই আবেগ তুলতে ব্যর্থ। জনসংযোগ নেই, ভোটের দিশা নেই। উল্লেখ্য, এবার ভোটে এ রাজ্যে ১৮-১৯ বছরের ভোটারের সংখ্যা ১৫লক্ষ ৭২হাজার ৪৫৫ জন, ২০-২৯ বছরের ভোটারের সংখ্যা ১কোটি ৬৬লক্ষ ৩৯হাজার৮১জন। এই তরুণ সমাজের কাছে বিজেপির দিশা দেখাতে ব্যর্থ। কেন্দ্রের বেকারত্ব চরমে, তৃণমূল সেটাকে পাল্টা হাতিয়ার করছে। তৃণমূল সরকারের বেকারত্বের সঙ্গে মিশে গেছে চাকরি দুর্নীতি, নেতা মন্ত্রীরা জেলে। কিন্তু তা সত্বেও তৃণমূল সরকার যুবশ্রী,গতিধারা, কর্মতীর্থ, উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে বিক্ষোভের প্রলেপ দিচ্ছে। মেয়েদের জন্য রয়েছে একগুচ্ছ প্রকল্প কন্যাশ্রী, মাতৃযান, চাষীদের জন্য সুফল বাংলা, পরিযায়ী শ্রমিকের জন্য স্নেহের পরশ, তাছাড়া খাদ্যসাথী, স্বাস্থসাথী তো আছেই। তাই যদি অশান্তির মধ্যেই ভোট হয় তাতে তৃণমূলের যা সংগঠন তাতে সবুজের পাল্লাই ভারি,আর যদি শান্তিতে ভয় হয় তাতেও আর্থ সামাজিক প্রকল্পের কথা ভেবে গ্রামের প্রান্তিক মানুষ কতটা বিরোধী আবির মাখবে এখন সেটাই দেখার। তবে শতাংশে ভোট কাটাকাটি তো হবেই। সব দলেরই কমবেশী দুর্নীতির কালির দাগ লেগে আছে। রাজ্যের মোট ৭কোটি ৫৯লক্ষ ১৯হাজার ৮৯১জন ভোটারের মধ্যে মহিলা ভোটার ৩কোটি ৭৩লক্ষ ৪৮হাজার ৫১১জন যাদের মধ্যেই অনেকেই রাজ্য সরকারের লক্ষ্মী ভান্ডারের মত সুবিধা পাচ্ছে। গ্রামীণ ভোটে এই সব প্রকল্পগুলোই তৃণমূলের ভরসা। এবারের ভোটে রাজ্যে ৮৫বছরের উর্ধ্বে বয়সের ভোটার আছে ৪লক্ষ ৮৩হাজার ১৮৭জন। বিরোধিরা মনে করছে, তৃণমূল এইসব ভোটে কারচুপি করতে পারে। তাছারা প্রবীন ভোটার বা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ভোটাদের প্রভাবিত করে রাজনৈতীক দলগুলো। তাই যেখানে ভোট শতাংশের ব্যবধান কম সেখানে এইসব ভোটই ফ্যাক্টর হয়ে যাবে। তবে দেখার বিষয়,বাম কংগ্রেস কতটা ভালো ফল করতে পারে? মীনাক্ষী, সৃজনদের তরুন ব্রিগেডের উপর ভরসা করছে বাম দলগুলো। বিরোধিদের ভোটে ভালো ফল করতে হলে সংগঠন মজবুত করতে হবে,কর্মীদের অনুপ্রেরণা দিতে হবে। এবারে প্রচণ্ড গরমে ভোট। নির্বাচন কমিশনও ইতিবাচক সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফোর এম এর দাওয়াই দিয়েছে। রাজ্যের গত নির্বাচনের হিংসার রিপোর্ট দেখতে চেয়েছে। নির্বাচন কমিশন বলছে, গত দুবছর তারা নিরলস পরিশ্রম করেছে সুষ্ঠ ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য। এখন দেখার,এতো আয়োজন যাদের জন্য সেই জনগন যাতে গনতন্ত্রের উৎসবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে যথাযথ। গনতন্ত্রে মানুষই কিন্তু শেষ কথা বলবে।

কবিতা

আকুল

পশুপতি ভদ্র

কবি কিন্তু ভেবে আকুল,
চৈত্র শেষে কেমনভাবে বেড়ে উঠেছে উষ্ণতা,
দিগ্বিদিক ছড়িয়ে দিলে মন মর্জি স্বভাব,
জলকণার অভাবে অসহ্য গরম,
প্রবল নিম্নচাপে একদিন হয়ে উঠব সতেজ!

সহ্যসীমা অতিক্রমে কেন করছো বাহুল্য,
দেদিপ্যমান সূর্যের তীব্রতায় পুড়ে যাচ্ছে ধরিত্রী,
মৃত ঘাস, - খাঁ খাঁ বৃক্ষে শূন্য প্রকৃতি,
শীতল ছায়ার চুড়ান্ত অভাবে হাপিত্যেশ অবস্থা,
লাগামছাড়া মনোবৃত্তি যন্ত্রণার পৃষ্ঠপোষক,
মৃতবৎ প্রাণীগুলি, হাল আমলে শোচনীয়,
মুখে ফেনিত লাভার মতো অফুরন্ত ফেনা,
সহিংস সংসারে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা।

মহাজ্ঞানী ভেবে আকুল,
পূর্বজর অমূল্য পৃথিবী, এভাবে হবে কী ধ্বংস?
সৎ শিক্ষার অভাবে লোভের বাড়বাড়ন্ত,
টাকা ও সম্পদ, মুষ্টিমেয় হাতে করায়ত্ত,
অবিবেচক একদল মানুষ, ধ্বংসে সহায়ক,
হে প্রজন্ম, সময় উপস্থিত, - চুকিয়ে দিও মূল্য,
মানবিকতার অভাবে মানুষ যেন স্বেচ্ছাচারী।

কঙ্কাল বেঁচে আছে

আশিস চৌধুরী

একটা মানুষ মনে যে ভাবে পোড়ে
শ্মশানের চিতা বা চুল্লি সেভাবে পোড়াতে পারে না
মানুষের মন মরে গেলে দেহ কঙ্কাল সার হয়
মানুষ নয় শুধু কঙ্কাল হেঁটে যায় রোবটের মতো
এ রকম মানুষ তুমি দেখেছ কি না জানি না
আমি তাদের কষ্টের জীবন দেখেছি
দু'চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে
সব কাজ ছেড়ে দিয়ে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করি
কিন্তু আমি একা কী করে বাঁচাবো তাদের?
যখন স্বজনরাই চায় শেষ হয়ে যাক সে!

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

মালিক শ্রমিক সম্পর্ক

ইলিয়াছ হোসেন

অপার দরদ দিয়ে শ্রমিক
মালিকের কাজ করে,
ভাবে মালিক খুশি হয়ে
পকেট দিবে ভরে।

কিন্তু শ্রমিক বঞ্চিত হয়
ন্যায্য পাওনা থেকে,
মালিক বলে যা দিয়েছি
পকেটে দাও রেখে।

মালিকের এই কথা শুনে
শ্রমিকের কষ্ট হয়,
বোঝে শ্রমিক ছলচাতুরী
ক্ষমার যোগ্য নয়।

ন্যায্য পাওনার জন্য শ্রমিক
আন্দোলন করে,
মালিক তা পরিশোধ করে
আন্দোলনের পরে।

মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক
যদি হতো মধুর,
সকল কর্মক্ষেত্র থেকে
আন্দোলন হতো দূর।

শূন্য পকেটে পৃথিবী আঁধার

মমতা মজুমদার

একটা প্রেমিকের বুক,
ক্ষত-বিক্ষত হয় নিশ্চুপ নিরালায়, শূন্য পকেটে।
যুদ্ধ চলে যার প্রতিদিন নিজের সাথে,
যুদ্ধ হয় প্রতিটি সকাল কিংবা ক্লান্ত ঘরে ফেরা নির্জন রাতে।
পৃথিবী ঘুমায় না যেন তাঁর বহুকাল, বহু শতাব্দী।
যে প্রেম বুকে নিয়ে অষ্টপ্রহর কাটে,কাটে শৈশব আর দুরন্ত কৈশোর।
সে প্রেম মুছে যায় ধীরপায়ে, আঁখি কোণে বৃষ্টি ঝরে।
হৃদয়ে স্মৃতির পদচিহ্ন রেখে আঁকিবুঁকি খেলে।
অভিশাপের প্রায়শ্চিত্তে রোজ রাতে মাথা ঠুকে ঠুকে!
কতদিন হাসি ফোটে না তাঁর যুগল ঠোঁটের কিনারে।
শূন্যতার বিভীষিকায় আঁকড়ে ধরে বেকারত্বের চাবুক!
গুলিবিদ্ধ হরিণের মতো ছটফটে মরে টগবগে যৌবন।
দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিক পথে প্রান্তরে;
সে প্রেমিকের বুকে কঠিন দায়িত্ব জেঁকে বসে এক একটা পাথর রূপে।
ভেজা চোখে দেখে না পৃথিবীর ঝলমলে আলো।
কেউ দেখে না,কেউ বুঝে না,কতটা পুড়ে পুড়ে দগ্ধ হয়েছে তাঁর বুক।
দাবদাহে পুড়েছে তাঁর কত হৃদয়, চৈত্যের কড়া রোদ্দুরে।
শহরের অলি-গলিতে হাহাকার করে সে প্রেমিকের বেসুরে চিৎকার।
পৃথিবী দেখে না কেবল তাঁর মাঝরাতের আর্তনাদ।
কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে, বিবেক দণ্ডাঘাত দেয় কখনো সে প্রকৃতির বুকে।
আহাজারিতে বুকের অতলে গুমরে গুমরে মরে।

রাজ্য

লক্ষীর ভাণ্ডার দিয়ে সন্দেশখালিকে চাপা দেওয়া যাবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ লক্ষীর ভাণ্ডার বনাম সন্দেশখালির সামগ্রিক নির্যাতনের ছবি। এই লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৪৯ শতাংশ মহিলা ভোটারদের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ইস্যু কী? বিজেপি দাবি করছে লক্ষীর ভাণ্ডার দিয়ে সন্দেশখালির নির্যাতন চাপা দেওয়া যাবে না। আর এই নির্যাতনের বিরুদ্ধেই রায় দেবেন রাজ্যের মহিলারা। নারী ভাতা বনাম নারী নির্যাতনের লড়াইয়ের এপিসেন্টার এখন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র। আর এখানেই বিজেপি তার সন্দেশখালি নিয়ে বিশেষ স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক লড়াইয়ে যদি বিজেপি হেরেও যায় তারা চাইছে সন্দেশখালি বিধানসভা জিততে। রাজ্য বিজেপিতে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে সন্দেশখালি হিঙ্গলগঞ্জ বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা জেতার স্ট্র্যাটেজি সাজিয়েছে রাজ্য বিজেপির ভোট কুশলীরা। প্রসঙ্গত, দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ সহ নানা ইস্যুতে আওয়াজ তোলার পাশাপাশি একমাত্র সন্দেশখালিই একটা ইস্যু যা নিয়ে রাজ্য বিজেপি টানা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই ইস্যু টাকে ধরে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচিও নিচ্ছেন তারা। নববর্ষের দিন সন্দেশখালিতে কর্মসূচি নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অর্থাৎ সন্দেশখালির নারী নির্যাতনের ইস্যুটা ভোটের লড়াইয়ে যেমন বিজেপির বড় হাতিয়ার তেমনই সন্দেশখালিতে জয়ী হয়ে বিজেপি দক্ষিণবঙ্গে তাঁর পায়ের তলার মাটি আরও শক্ত করতে চায়, দিতে যায় এক অন্য বার্তা, এমনটাই মত ওয়াকিবহাল মহলের। এদিকে এ রাজ্যে মহিলা ভোট ব্যাঙ্কের বড় অংশ বিগত নির্বাচনগুলিতে তৃণমূলের পক্ষে ব্যাপক রায় দান করেছে। সম্প্রতি, লক্ষীর ভাণ্ডারে ভাতা বৃদ্ধি এই সমর্থনকে আরও জোরদার করবে বলেই আশা রাজ্যের শাসক শিবিরের। সন্দেশখালি জিতে এই দাবি কেই রাজনৈতিক ভাবে নস্যাৎ করতে চায় বিজেপি। ভাতা বৃদ্ধি নয়, বাংলার মহিলারা নির্যাতনের ইস্যুকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। ভাতা দিয়ে নির্যাতনের কণ্ঠস্বর রোখা যাবে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশের মতে, সন্দেশখালি বিধানসভা জিতে এই বার্তা দিতে চায় বিজেপি। অন্যদিকে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের যা জনবিন্যাস তাতে সংখ্যালঘু ভোট একটা বড় ফ্যাক্টর। এই সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের সঙ্গেই থাকবে বলে মত শাসক শিবিরের। তবে সেখানে এবার লড়াইয়ে রয়েছে বাম, আইএসএফ। বিজেপিও জানে এই ভোট সমীকরণ একটা ফ্যাক্টর। কিন্তু সন্দেশখালি বিধানসভা জিতলে তৃণমূলের মহিলা ভোট ব্যাঙ্কের ওপর একাধিপত্যের দাবি নস্যাৎ করা সম্ভব হবে। তাই বসিরহাটের লড়াইয়ের পাশে সন্দেশখালি জয় বিজেপির জন্য রাজনৈতিকভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। এখন দেখার শেষ হাসি কে হাসে।

মমতার সমর্থনে মন্তব্য রাকেশ টিকাইতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ এই বাংলার সন্দেশখালি ইস্যু পৌঁছেছে জাতীয় স্তরেও। সেখানে কৃষকদের জমি জবরদখল, নারী নির্যাতন নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। এবার সন্দেশখালি ইস্যুতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ালেন কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইত। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করতেই সন্দেশখালি ইস্যু নিয়ে প্রচার করছে বিজেপি। দিন কয়েক বাদেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই উত্তরপ্রদেশের মুজাফ্ফরনগর থেকে সংবামাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন কৃষক আন্দোলনের অন্যতম মুখ রাকেশ টিকাইত। বাংলার অবস্থা, বিশেষ করে সন্দেশখালি ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন করতেই ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকাইত বলেন, "মমতাকে টার্গেট করতেই সন্দেশখালি নিয়ে প্রচার করছে বিজেপি"। তিনি জানান, বাংলার চা শ্রমিকদের খোঁজ নেবেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কাকে সমর্থন করছেন, এই প্রশ্ন করা হলে রাকেশ টিকাইত বলেন যে তিনি কাউকেই সমর্থন করছেন না। যাকে ঠিক মনে করবেন, তাকেই ভোট দেবেন। সন্দেশখালিতে কৃষকদের জমি দখল করে নিচ্ছে তৃণমূল। এমনটাই অভিযোগ। এই নিয়ে রাকেশ টিকাইতকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ওখানে বিরোধী দল ক্ষমতায় রয়েছে। তাই বিজেপি প্রচার করছে। বাংলা এখন টার্গেট। পঞ্জাব টার্গেট, দিল্লি টার্গেট। যেখানেই বিরোধী দল ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানেই তাদের নিশানা করছে বিজেপি।

২১৯ কোটি, বেআইনি সামগ্রী উদ্ধারে শীর্ষে দক্ষিণ কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হওয়ার একমাসের মাথায় রাজ্যে আটক হল প্রায় ২১৯ কোটি টাকার বেআইনি সামগ্রী । যার মধ্যে শুধু দক্ষিণ কলকাতা থেকেই উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২৫কোটি টাকার সামগ্রী। যা সর্বকালের রেকর্ডই নয়, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন। নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট বলছে, বঙ্গে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় এজেন্সিগুলি অভিযান চালিয়ে ৮ কোটি ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা উদ্ধার করেছিল। আটক করা হয়েছিল ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মদ আর সাড়ে চার কোটি টাকা মূল্যের মাদক। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে এক লাফে তা বেড়ে যায়। শুধু ৬৫ কোটি ৫৯ লক্ষ কালো টাকা আটক করা হয়েছিল। দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে টেক্কা দিয়ে ভোট পর্বে বেআইনি কালো টাকা উদ্ধারে চতুর্থ স্থান দখল নিয়েছিল। ভোট পর্বের এই তল্লাশি অভিযানে টাকা থেকে মদ, মাদক, সোনা-সহ উদ্ধার হওয়া বেআইনি সামগ্রীর আর্থিক মূল্য ছিল ১১১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। সারা দেশের মধ্যে স্থান ছিল অষ্টম। এবারে প্রথম অভিযান চালিয়ে আটক হয়েছে নগদ ১৩ কোটি টাকারও বেশি টাকা। আয়কর, ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টালিজেন্সের আধিকারিকদের কথায়, আটকের পরিমাণ আরও বাড়তো। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরেই নিয়োগ থেকে রেশন দুর্নীতি, অনলাইন লটারি-সহ একধিক মামলায় ইডি, সিবিআই এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে আয়করও ধারাবাহিক অভিযান চালোনোর ফলে কালো টাকার ব্যবসায়ীরা কিছুটা সতর্ক। ভোট ঘোষণার পর পরই আয়কর মামলায় দক্ষিণ কলকাতার এক ছাতু ব্যবসায়ীর অফিস থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে।

প্রচারে বামেদের অস্ত্র সেই 'জামাল কুদু'র নয়া ভার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ দিন কয়েক বাদেই লোকসভা নির্বাচন। শেষ মুহূর্তে কোমর বেঁধে প্রচার চালাচ্ছে শাসক-বিরোধী সবাই। বাংলার ভোট ময়দানও সরগরম। ভোটের ঠিক মুখে এসে মোক্ষম চাল বামেদের। এক ঢিলে দুই পাখি মারছে সিপিআইএম। একদিকে যেমন যুব সমাজকে আকর্ষণ করছে, তেমনই আবার প্রতিপক্ষ দলকেও আক্রমণ করা হচ্ছে। আর এই সব কিছুরই সৌজন্যে "জামাল কুদু"। রণবীর কাপুরের সুপারহিট সিনেমা 'অ্যানিমাল'-র এই গানের তালে গত বছরের শেষভাগ থেকেই নাচছে গোটা দেশ। এবার সেই গানের সুরকে ব্যবহার করেই প্যারোডি তৈরি করল বামফ্রন্ট। গানেই মমতা-শুভেন্দুকে বিঁধল। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রচারে জন্যই তৈরি করা হয়েছে এই প্যারোডি। জামাল কুদু গানের সুরে একযোগে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে আক্রমণ করা হয়েছে। সেখানে যেমন রাজ্যের শাসক দলের দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে, তেমনই ভোটের মুখে নেতাদের দলবদল, বিজেপি-তৃণমূলের গোপন আঁতাতকেও আক্রমণ করা হয়েছে। গানের ভিডিয়ো দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের চাকরি দুর্নীতি থেকে কয়লা-বালি পাচারের কথা যেমন ঠাই পেয়েছে, তেমনই সিন্ডিকেটের দাদাগিরি, একের পর এক বিল্ডিং ভেঙে পড়ার মতো ঘটনাকেও তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তৃণমূলকেই নয়, প্যারোডির মাধ্যমে বিজেপিকেও আক্রমণ করতে ছাড়েনি লাল শিবির। ভোটের মুখে দলবদল, ধর্ম নিয়ে বিভাজনের মতো ইস্যু নিয়ে আক্রমণ করেছে সিপিআইএম। প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিক নির্বাচনে প্যারোডিকে হাতিয়ার বানিয়েছে সিপিআইএম। এর আগে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও হিট গান "টুম্পা সোনা"কে নিয়ে প্যারোডি তৈরি করা হয়েছিল। ২০২১ সালের নির্বাচনে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেই প্যারোডি। এরপর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভূমি ঝ্যান্ডের 'বারান্দায় রোদ্দুর' গান নিয়েও প্যারোডি বানিয়েছিল বামেরা।

পরিচয় গোপন রাখতে ট্রেনের বদলে বাসই ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কাটতে প্রয়োজন পড়ে পরিচয়পত্রের। কিন্তু দূরপাল্লার বাসের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র না থাকলেও মেলে টিকিট। সেই কারণেই ট্রেনের বদলে বাসযাত্রাকেই নিরাপদ মনে করেছিল দুই জঙ্গি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাসেই ঘোরাঘুরি করেছে রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণের ঘটনায় দুই অভিযুক্ত। এনআইএ-র সূত্র থেকে তেমনই খবর পাওয়া গিয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে ধর্মতলার একটি নামী বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা এখন এনআইএ-র তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে। ১ মার্চ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় দুই অভিযুক্ত আবদুল মাথিন আহমেদ ত্বহা ও মুসাভির হুসেন শাজিব পশ্চিমবঙ্গে এসে আত্মগোপন করেছিল। কলকাতা ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে তারা পরিচয় লুকিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি সূত্রের খবর, তারা মূলত পর্যটকের ছদ্মবেশে ঘুরেছে বিভিন্ন জায়গায়। কলকাতার বেশ কয়েকটি জায়গায় তারা থেকেছে। আবার উত্তরবঙ্গ, পুরুলিয়া, কাঁথির মতো জায়গায় গিয়েছে। এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ হোক বা অন্য কোনও জায়গা, তারা দূরপাল্লার বাসেই যাতায়াত করেছে । ট্রেন তারা একেবারেই ব্যবহার করেনি । কারণ, দূরপাল্লার ট্রেনে টিকিট সংরক্ষণ বা টিকিট কাটার জন্য প্রয়োজন পড়ে বিভিন্ন পরিচয় পত্র বা আইডি-র। তদন্তকারীদের প্রশ্ন, আইএস-এর 'আল হিন্দ' মডিউলের কোনও গোষ্ঠী কি বাংলায় সক্রিয়? এই প্রশ্নের উত্তরই আপাতত খুঁজছে এনআইএ।

ক্ষতিপূরণ নিয়ে রাজনীতি চলছে, তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পথে অন্তরায় নির্বাচন কমিশন। বিগত কয়েকদিনে লাগাতার সুর চড়িয়েছেন মমতা অভিষেক। এবার পাল্টা দিতে আসরে শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট দাবি, মমতা-অভিষেকের দাবি মিথ্যা। ৯ এপ্রিল অনুমতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু, এখন এই ইস্যুতে রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে তৃণমূল। পোস্ট করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে। খোঁচা দিয়ে লেখেন, 'আপনি কিছু লোককে সব সময় বোকা বানাতে পারেন, এবং সব মানুষকে কিছু সময় বোকা বানাতে পারেন, কিন্তু আপনি সব সময় সব মানুষকে বোকা বানাতে পারবেন না।' শুভেন্দুর দাবি, দুর্যোগ বিধ্বস্ত অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। যার একটি বড় অংশ কেন্দ্রীয় সরকার এনডিআরএফ-এর মাধ্যমে দিয়ে থাকে। কিন্তু, মমতা-অভিষেক নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে ব্যস্ত। শুভেন্দু যে ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন তাতে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা যাচ্ছে, "নির্বাচন যখন ঘোষণা হওয়ার দিন থেকে রাজ্য সরকার চলে যায় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে। তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কমিশন যতক্ষণ না অনুমতি দেবে ততক্ষণ আমরা কোনও কাজ শুরু করতে পারি না। ৩১ তারিখ বিকালে যখন এই ঝড় হয় তারপরের দিন রাজ্যের তরফ থেকে কমিশনকে লিখিত জানিয়েছিলাম আমরা যে পরিবারগুলিকে দ্রুত সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেবই, সঙ্গে যাদের ছাদ ঘর ভেঙে গিয়েছে তাঁদের জন্য বাড়ির ব্যবস্থা রাজ্য করতে পারে। আমরা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে তাঁদের দিতে চাই। রাজ্যকে অনুমতি দিতে বলেছিলাম। কমিশন সেই অনুমতি দিল না। এই বৈষম্য চলবে না।"

ক্রীড়া-সংবাদ

ধোনি ও ওয়াংখেড়ের প্রেমের গল্পটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিসিসিআইয়ের অফিশিয়াল আইডি থেকে ছবিগুলো পোস্ট করা হয়েছিল এ ম্যাচের আগের দিন। মহেন্দ্র সিং ধোনি ছুঁয়ে দেখছেন ২০১১ সালে জেতা বিশ্বকাপ ট্রফিটা। ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ওয়াংখেড়েতে, সেখানেই রাখা আছে সেটি। ১৩ বছর আগের এক এপ্রিলে নুয়ান কুলাসেকেরাকে ছক্কা মেরে ভারতের ২৮ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়েছিলেন ধোনি। আরেক এপ্রিলে ধোনি আরেকবার ফিরলেন সেই ওয়াংখেড়েতে। ম্যাচের আগেই চেন্নাই কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং বলেছিলেন, প্রতিপক্ষের ঘরের মাঠেও ধোনি যেভাবে সমর্থন পাচ্ছেন—সেটি অসাধারণ। গতকাল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ঘরের মাঠে ধোনি যখন ব্যাট হাতে নামেন, চেন্নাইয়ের ইনিংসে বাকি ৪ বল। স্কোর ১৮৫/৩। ম্যাচ শেষে চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় নিজেই বলেছেন, তাদের লক্ষ্য ছিল ২১৫ থেকে ২২০ রানের মতো। যশপ্রীত বুমরার ডেথ ওভারের বোলিংয়ে সে লক্ষ্য থেকে তখনো বেশ খানিকটা পিছিয়ে চেন্নাই। ধোনি নামলেন, রাতের সবচেয়ে বড় গর্জনটা যেন শোনা গেল তখন। যেমন শোনা গিয়েছিল ২০১১ সালের এপ্রিলে কুলাসেকেরাকে মারা ওই ছক্কার পর। পান্ডিয়ার বলে ধোনির পরের ৪ বলের স্কোরিং শট এমন—৬, ৬, ৬, ২। এক লাফে চেন্নাই ২০৬ রানে। ইনিংসের পরই পান্ডিয়াকে স্টার স্পোর্টসে ধুয়ে দিলেন সুনীল গাভাস্কার, 'অনেক দিন পর এত বাজে ডেথ বোলিং দেখলাম। সাদামাটা বোলিং, সাদামাটা অধিনায়কত্ব। চেন্নাইকে ১৮৫ রানের মধ্যে আটকে রাখা উচিত ছিল।' সেটি মুম্বাই পারেনি ৪২ বছর বয়সী ধোনির কারণেই। শেষ ৪ বলে ধোনি তুলেছেন ২০ রান, চেন্নাই ম্যাচটি জিতেছে ঠিক ওই ব্যবধানেই। ম্যাচ শেষে গায়কোয়াড় বললেন, পার্থক্য গড়ে দিয়েছে শেষের ঝড়টিই, 'আমাদের "তরুণ" উইকেটকিপার নিচের দিকে তিনটি ছক্কা মেরে অনেক সহায়তা করেছে। আমার মনে হয় সেটিই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ম্যাচের শুরুতে আপনি এমন মাঠে ১০-১৫ রান অতিরিক্ত চাইবেন।' অবশ্য লক্ষ্যটা বড় হলেও নাগালের বাইরে ছিল না মুম্বাইয়ের, অধিনায়ক পান্ডিয়া মনে করেন এমন। সেটি না হওয়ার পেছনে তিনি কারণ হিসেবে দেখেন চেন্নাইয়ের 'স্মার্ট' পরিকল্পনাকে—তাদের বোলাররা দীর্ঘ বাউন্ডারির দিকে মারতে মুম্বাই ব্যাটারদের বাধ্য করেছে। পান্ডিয়া এরপর বলেছেন আরেকটি 'কারণ', 'স্টাম্পের পেছনে তাদের এক লোক আছে, যিনি বলে দিচ্ছিলেন কী কাজে দিচ্ছে এখানে। বল একটু উইকেটে ধরছিল এবং তারা এতেই ম্যাচে একটু এগিয়ে গেছে।' টানা তিন হারের পর দুটি জয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল মুম্বাই।

প্রথম দুই ম্যাচেই খেলছেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ অধিনায়কত্ব হারানোর পর প্রথম সিরিজ, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শাহিন শাহ আফ্রিদির দিকে তাই বাড়তি নজরই থাকার কথা দর্শকদের। বিশেষ করে এক সিরিজ পরই আফ্রিদিকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ায় দলের ভেতর গ্রুপিং তৈরি হওয়ার যে গুঞ্জন, সেটি নিয়ে কৌতূহল আছে অনেকেরই। তবে কিউইদের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুর দিকে খেলতেই নামছেন না আফ্রিদি। ২৪ বছর বয়সী এই বাঁহাতি পেসারকে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট। সিরিজের শেষ তিন টি-টোয়েন্টির জন্য ফিরবেন আফ্রিদি। গত নভেম্বরে বাবর আজম তিন সংস্করণের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর আফ্রিদিকে টি-টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলে পাকিস্তান, যা কিউইরা জেতে ৪-১ ব্যবধানে। সম্প্রতি পিএসএলে আফ্রিদির নেতৃত্বাধীন লাহোর কালান্দার্স প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ হলে ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষ পদে পরিবর্তন এলে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত মার্চের শেষ দিকে আফ্রিদিকে সরিয়ে বাবরকে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে ফেরানোর ঘোষণা আসে। বাবরকে দেওয়া হয় ওয়ানডের দায়িত্বও। বাবরের দ্বিতীয় দফা নেতৃত্বে প্রথম সিরিজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, যেটি শুরু হবে ১৮ এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডিতে। সিরিজ সামনে রেখে সোমবার থেকে অনুশীলনও শুরু করেছে পাকিস্তান দল। এরই মধ্যে একটি সূত্র সংবাদমাধ্যম জিওনিউজকে জানিয়েছে, সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে আফ্রিদিকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। খেলোয়াড়দের লোড ম্যানেজমেন্টের কথা মাথায় রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হারের 'হ্যাংওভার' কাটেনি বলেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ প্রায় ১৪ মাস সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে অভেদ্য ছিল অ্যানফিল্ড। অবশেষে লিভারপুলের অভেদ্য সেই দুর্গ গত বৃহস্পতিবার জয় করেছে আতালান্তা। অ্যানফিল্ডে ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে লিভারপুলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে গেছে ইতালির ক্লাবটি। সেই হারের হ্যাংওভার বা খোয়ারি যেন কাটিয়ে উঠতে পারছে না লিভারপুল। প্রিমিয়ার লিগে গতকাল আবার নিজেদের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। এই হারের পর লিগ শিরোপা জয়ের আশাও অনেকটাই কমে গেছে লিভারপুলের। ৩২ ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে এখন তারা আছে তৃতীয় স্থানে। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে আর্সেনালের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। আর শীর্ষে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৩২ ম্যাচে ৭৩। লিগের এমন সময় এসে এভাবে হোঁচট খাওয়াটা যেন মেনেই নিতে পারছেন না লিভারপুলের কোচ ক্লপ। ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হারটি বেশ যন্ত্রণা দিচ্ছে লিভারপুলের জার্মান কোচকে। এই হারের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, আগের সপ্তায় আতালান্তার কাছে হারের হ্যাংওভার কাটিয়ে উঠতে না পারারই ফল এটা! ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে নিজের মনের অবস্থা জানাতে গিয়ে ক্লপ বলেছেন, 'খুব, খু-উ-ব বাজে লাগছে। এ থেকে বের হতে সময় লাগবে। এখানে দাঁড়িয়ে এই ম্যাচ নিয়ে আমার পক্ষে কথা বলাটা সত্যি খুব কঠিন।' ক্লপ এরপর হারের কারণ বিশ্লেষণ করলেন এভাবে, 'প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ দুটি ভিন্ন ম্যাচের মতো ছিল। প্রথমার্ধ খুব একটা ভালো ছিল না। এটা সর্বশেষ ম্যাচের (আতালান্তার কাছে হার) জেরই ছিল। আমরা সেটা থেকে বের হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা যেভাবে চেয়েছি, সেভাবে কাজ করেনি।' ঘরের মাঠে আজ নিরঙ্কুশভাবে ফেবারিট ছিল লিভারপুল ও আর্সেনাল। গত রাতেই শীর্ষে ওঠা ম্যানচেস্টার সিটিকে পেছনে ফেলে আবারও চূড়ায় ফেরার সুযোগ ছিল। দল দুটি একই দিনে খেই হারাল।

এখনও বেঙ্গালুরু কেন শিরোপা জিততে পারেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ ক্রিস গেইল, এবি ডি ভিলিয়ার্স, কেভিন পিটারসেন, ব্রেন্ডন ম্যাককালামদের মতো কিংবদন্তিরা খেলেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে (আরসিবি)। বিরাট কোহলি খেলছেন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে। আছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের মতো তারকা। বর্তমানে দলটিকে নেতৃত্বে দিচ্ছেন ফাফ ডু প্লেসি, যিনি চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে আগে চারটি শিরোপা জিতেছেন। কিন্তু একটা ট্রফির জন্য বেঙ্গালুরুর হাহাকার এখনো ফুরোয়নি। আইপিএলের আগের ১৬ আসরে তিনবার ফাইনাল খেলে প্রতিবারই বেঙ্গালুরু হয়েছে রানার্সআপ। বিলুপ্ত টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টিতে একবার ফাইনাল খেলে সেটিতেও হার। এবারের আইপিএলে তো আরও রুগ্ণ দশা বেঙ্গালুরুর। ৬ ম্যাচে মাত্র এক জয় নিয়ে আছে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে। ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য গল্প লিখতে না পারলে প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। প্রশ্ন হচ্ছে—এত বড় মাপের খেলোয়াড় থাকার পরও বেঙ্গালুরু কেন কখনো ট্রফি জিততে পারেনি? সেই উত্তর খুঁজে বের করেছেন মাইকেল ভন। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ভন মনে করেন, দলীয় সংস্কৃতি ঠিক করতে না পারলে একক কোনো তারকার হাত ধরে চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব নয়। ইউটিউবার রণবীর আল্লাহবাদিয়ার ইউটিউব চ্যানেলের 'দ্য রণবীর শো'তে ভন বলেছেন, 'আমার মনে হয়, বেঙ্গালুরুর ব্যর্থতার কারণ দলের চেয়ে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া। ক্রিকেট দলীয় খেলা, এটা তাদের বুঝতে হবে। আপনি নিলামে বিপুল অর্থ দিয়ে বড় নামের খেলোয়াড় কিনে দল ভারী করতে পারেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, আপনি (শিরোপা) জিতে যাবেন।' মৌসুমের পর মৌসুম ধরে বেঙ্গালুরুর ব্যর্থতার কারণ হিসেবে আরেকটি জিনিসের ঘাটতি দেখেন ভন, 'ওরা কয়েকজন অবিশ্বাস্য খেলোয়াড়কে সই করিয়েছে—এবি ডি ভিলিয়ার্স, বিরাট কোহলি, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ফাফ (ডু প্লেসি)। একজনকে আলাদাভাবে বাজিয়ে না দেখেন এবং তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা না দেন, তাহলে সাফল্য আসবে না'।

জায়গা হবে তো!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হয়েও যেখানে বিরাট কোহলির ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে, সেখানে হার্দিক পান্ডিয়া তেমন কিছু না করেও দলে থাকবেন—এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। সাদা বলের ক্রিকেটে পান্ডিয়াকে যেকোনো দলের জন্য অপরিহার্য মনে করা হলেও সবাই আসলে পুরোদস্তুর অলরাউন্ডার পান্ডিয়াকে দেখতে চান। কিন্তু এবারের আইপিএলে অলরাউন্ডার পান্ডিয়ার দেখা মিলছে কই? মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়ক সর্বশেষ ৩ ম্যাচে যে বল করেছেন মাত্র ১ ওভার! মুম্বাইয়ের প্রথম ২ ম্যাচে শুরুতেই বল হাতে তুলে নেওয়া পান্ডিয়া হঠাৎ বোলিং থেকে নিজেকে প্রায় গুটিয়ে নেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে—আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলোয় কি তাঁকে শুধু বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে দেখা যাবে? যদি তা-ই হয়, তাহলে শুধু ব্যাটসম্যান পান্ডিয়াকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে নিয়ে কী লাভ, ভারতের তো আর বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানের অভাব নেই? জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলেও মনে করেন, শুধু ব্যাটসম্যান পান্ডিয়াকে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে দরকার নেই। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজকে হার্শা বলেছেন, 'হার্দিক যদি বল না করে, তাহলে কি সে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পাবে? সে যদি বল না করে, তাহলে কি ভারতের শীর্ষ ছয় ব্যাটসম্যানের একজন হিসেবে খেলবে? আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। কারণ, সে বল না করলে (দলে) শক্তিশালী অবস্থান থাকবে না। সে ক্ষেত্রে তাকে ওপরে উঠে এসে ব্যাট করতে হবে। সেখানে তীব্র প্রতিযোগিতা হবে।' গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে বোলিংয়ের সময় অ্যাঙ্কেলে চোট পেয়েছিলেন পান্ডিয়া। সেই চোট তাঁকে বিশ্বকাপ থেকে তো বটেই, কয়েক মাসের জন্য ছিটকে দেয়। সেরে ওঠার পর এবারের আইপিএল দিয়েই খেলায় ফিরেছেন পান্ডিয়া। মুম্বাইয়ের প্রথম ২ ম্যাচে শুরুতে বলও করেছেন। তবে গুজরাট টাইটানস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচ দুটিতে দেদার রান বিলিয়েছেন। একে তো রোহিত শর্মার জায়গায় হুটহাট নেতৃত্ব পাওয়ায় মুম্বাই সমর্থকদের একাংশের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে, তার ওপর সেরা ছন্দে না থেকেও বল করতে আসায় সেটাকে 'ক্ষমতার অপব্যবহার' হিসেবে দেখেছেন কেউ কেউ। সমালোচিত হচ্ছেন বুঝতে পেরে হয়তো দলীয় স্বার্থেই পরের ৩ ম্যাচে মাত্র ১ ওভার বল করেছেন পান্ডিয়া। তবে নিউজিল্যান্ডের সাবেক পেসার ও বর্তমান ধারাভাষ্যকার সাইমন ডুলের মনে হচ্ছে, পান্ডিয়া নতুন করে চোটে পড়ায় বল করছেন না। ক্রিকবাজকে ডুল বলেছেন, 'তুমি প্রথম ম্যাচে শুরুতেই বল করলে, এরপর হঠাৎ তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। আমি আপনাদের বলছি, কোনো না কোনো গড়বড় আছে। আমার মনে হয়, ও চোটে পড়েছে; কিন্তু স্বীকার করছে না। কথাটা আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই বলছি।' মুম্বাইয়ের নতুন অধিনায়ক পান্ডিয়ার সময়টা যে সুবিধার যাচ্ছে না, তা এখন জানা কথাই।

বক্স অফিস

এবার বান্দ্রার বাংলোই বদলাচ্ছেন সলমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ বৈশাখী ভোরে ‘শুট আউট অ্যাট বান্দ্রা’! ভাইজানের বাড়ির সামনে ধুন্ধুমার কাণ্ড। রবিবার ভোর ৫টা নাগাদ সলমন খানের বান্দ্রার বাংলোর সামনে গুলি চালায় দুই দুষ্কৃতী। ঘটনার পরই মুম্বই প্রশাসনের তরফে সলমনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে খোদ পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে নির্দেশ দিয়েছেন। ভাইজানের সঙ্গেও কথা হয়েছে শিণ্ডের। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলের অন্দরেও শোরগোল। সলমনকে মুহুর্মুহু খুনের হুমকি দেওয়া বিষ্ণোই গ্যাংয়ের তরফে ঘটনার দায় স্বীকার করতেই গ্যালাক্সিতে জড়ো হয়েছিল গোটা খান পরিবার। এসবের মাঝেই শোনা যাচ্ছে, নিরাপত্তার খাতিরে এবার হয়তো বলিউড সুপারস্টার বাংলো বদলাতে পারেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, দুই বাইক আরোহি এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে সলমনের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে। বুলেট গিয়ে লাগে সুপারস্টারের বাড়ির দেওয়ালে। তারপরই পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই আতঙ্ক শুরু হয়েছে। কারণ, মাসখানেক ধরেই সলমন খানকে খোলাখুলি খুনের হুমকি দিচ্ছে বিষ্ণোই গ্যাংস্টার লরেন্স। এদিনের গুলিও যে তাঁদেরই করা, সেটাও স্বীকার করে নিয়েছেন তারা। কিন্তু সত্যিই কি সলমন খান বাংলো বাসস্থান বদলে ফেলছেন? জানা গিয়েছে, বাবা সেলিম খান একেবারেই ভাইজানকে বাড়ির বাড়ির পা রাখতে দিচ্ছেন না। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, এখনই গ্যালাক্সি ছাড়ছেন না সলমন খান। বাড়ি বদলানোর কোনও প্ল্যানও নেই। নিজের পরিবারের সকলের সঙ্গে বান্দ্রার বাংলোতেই থাকবেন তিনি। দুই ভাই সোহেল এবং আরবাজ খান যে যাঁরা নিজের মতো আলাদা থাকলেও সলমন কিন্তু এত বড় হয়েও তিন কামরার অ্যাপার্টমেন্টে মা-বাবার সঙ্গেই থাকেন। সাদামাটা জীবনযাপন। সলমনের বাড়ি বদলানোর জল্পনা যে ভুয়ো, তা বলাই বাহুল্য।

বিশ্বনাথ ধামে পুজো দিতে গিয়ে চিড়েচ্যাপ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ ফেব্রুয়ারি মাসেই সুখবর দিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ও জানিয়ে দিয়েছেন। হবু মা আপাতত কাজ থেকে বিরতি নিয়ে চুটিয়ে মাতৃত্ব উপভোগ করছেন বাপের বাড়ি বেঙ্গালুরুতে। দীপিকার এখন ধ্যান, জ্ঞান, মন সবই গর্ভে বড় হওয়া সন্তানকে ঘিরে। ওদিকে রণবীর সিং ব্যস্ত ‘ডন ৩’র প্রস্তুতি নিয়ে। ব্যস্ত শিডিউলের মাঝেই এবার কাশীর বিশ্বনাথ ধামে গিয়ে পুজো দিয়ে এলেন অভিনেতা। আগত সন্তানের খুশিতেই কি কাশী বিশ্বনাথ ধামে পাড়ি রণবীরের? সেই উত্তর অধরা থাকলেও অভিনেতাকে দেখা গেল বলিউডের জনপ্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রা এবং কৃতী শ্যাননের সঙ্গে কাশীতে পুজো দিতে। ১৪ এপ্রিল বারাণসীতে সেখানকার হেরিটেজ শিল্প-সংস্কৃতির আঁধারে এক ফ্যাশন শো করেন মনীশ। সেই জন্যই শো স্টপার হিসেবে সঙ্গে ছিলেন কৃতী ও রণবীর। তার প্রাক্কালেই সাতসকালে বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসেন তিন তারকা। নমো ঘাটেই মনীশ মালহোত্রার ফ্যাশন শো আয়োজিত হয়েছিল। এদিকে রণবীর সিংকে কাশীতে গঙ্গার ঘাটে পেয়ে তো উচ্ছ্বসিত ভক্তরা ভিড় জমিয়েছিলেন। অভিনেতার সঙ্গে সেলফি তোলার জন্য যেরকম ভিড় জড়ো হয়েছিল, তাতে রণবীর সিংয়ের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড় হয়। ভক্তদের ভিড়েই কাশীর ঘাটে কিছুক্ষণ সময় কাটান রণবীর সিং। ‘হবু বাবা’ ভিড় ঠেলেই গিয়ে পুজো দিয়ে আসেন। মুখে- ‘হর হর মহাদেব’ ধ্বনি। অভিনেতার সেসমস্ত ছবি-ভিডিও বর্তমানে নেটপাড়ায় দারুন ভাবে ভাইরাল।

বাংলা নববর্ষে রাজের নয়া উপহার ‘বাবলি’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ প্রেমের রাগ-অনুরাগের কথা বলে বুদ্ধদেব গুহর ‘বাবলি’। জনপ্রিয় এই উপন্যাসকেই সিনেমার পর্দায় তুলে ধরছেন রাজ চক্রবর্তী। জানুয়ারি মাসে ছবির ঘোষণা করেছিলেন পরিচালক। নববর্ষে প্রকাশ করলেন টিজার। তাতেই নজর কাড়লেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায় আর সৌরসেনী মৈত্র। বাবলিকে ডানাকাটা পরী হিসেবে নিজের উপন্যাসে তুলে ধরেননি বুদ্ধদেব গুহ। তার বদলে রক্তমাংসের একজন মানুষ হিসেবে দেখিয়েছেন। যার মধ্যে অভিমান আছে, ঈর্ষা আছে, আর আছে নিজেকে উজার করে দেওয়া ভালোবাসা। এই মেজাজই বজায় রেখেছেন শুভশ্রী। টিজারের শুরুতেই তাঁর সংলাপ, “কোন সাহিত্যিক আমার মতো মোটাসোটা মেয়েদের নায়িকা করে গল্প লেখে না।” শুভশ্রীর পাশাপাশি এ ছবির মাস্টারস্ট্রোক আবির চট্টোপাধ্যায়কে বলা যেতেই পারে। অভির চরিত্রে একদম মিলেমিশে গিয়েছেন টলিউডের হ্যান্ডসাম হাঙ্ক। তার উপরে আবার শার্টলেস দৃশ্য! বাস্তবের অনেক ‘বাবলি’দেরই মন কাড়তে চলেছেন তারকা। ছবিতে ঝুমার চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌরসেনী মৈত্র। বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন এই চরিত্রের গুরুত্ব। নিজের স্লিম অ্যান্ড ট্রিম চেহারায় ক্যামেরার সামনে নজর কেড়েছেন অভিনেত্রী। ডুয়ার্সের চালসা, সামসিং, মূর্তি নদী, ধূপঝোড়া অঞ্চলে হয়েছে ‘বাবলি’র শুটিং। ছবির মিউজিকের দায়িত্বে সামলেছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। আগামী ৩০ আগস্ট সিনেমা হলে মুক্তি পাবে ‘বাবলি’।

গোয়ালের একই লাইনে দাঁড়িয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ এপ্রিলঃ ‘আমি চন্দরনগরের মাল, বাড়িতে ছেলে ঢুকিয়ে দেব...’ কিছু বছর আগে এমনই এক উক্তি করেছিলেন প্রয়াত অভিনেতা-রাজনীতিক তাপস পাল। এবং সেই উক্তির কারণে মারাত্মক কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। বলা ভাল, এই উক্তি তাঁর ধপধপে সাদা জামায় কালো কালীর দাগ ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু জানেন কি, তাপস পালকে যাঁরা কাছ থেকে চেনেন, তাঁর বলেন, অমন সরল-সাধারণ ছেলে নাকি আর হয়ই না। এই বিতর্কিত মন্তব্যটির জন্য নাকি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আক্ষেপ করেছিলেন তাপস। তাঁর স্ত্রী নন্দিনী পালের বক্তব্য, “তাঁকে উস্কানো হয়েছিল...”। এই তাপসের বাবা ছিলেন পেশায় এক নামী চিকিৎসক। কিন্তু সেই পরিচয়ে বাঁচতে চাননি তাপস। অভিনয়কে ভালবাসতেন ছোট থেকেই। থিয়েটারে হাতেখড়ি অনেক ছোট বয়সে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে-ঘুরে লেখাপড়া করেছিলেন। দিল্লিতে থাকাকালীন এক দারুণ ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন ‘দাদার কীর্তি’র কেদারনাথ (দাদার কীর্তি ছবিতে কেদারনাথের চরিত্রেই দেখা গিয়েছিল তাপস পালকে)। ছাত্রজীবনের কয়েক বছর দিল্লির এক স্কুলে পড়তেন তাপস পান। সেই সময় মাসির বাড়িতে থাকতেন তিনি। সেখান থেকেই স্কুলে যাতায়াত। অভিনয়কে ভালবাসতেন। রোজ সকালে উঠে পাশের এক গোয়াল থেকে দুধ আনতে যেতেন কিশোর তাপস। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরই মিলত খাঁটি গরুর দুধ। সেই লাইনে তাঁর সঙ্গে একদিন আলাপ হয়েছিল জয়া ভাদুড়ি, থুড়ি অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী বিখ্যাত অভিনেত্রী এবং রাজনীতিক জয়া বচ্চনের দাদুর। তাপস পাল তাঁর পরিচয় জানতেন, কারণ তিনি মাসির বাড়ির পাড়াতেই থাকতেন। তাঁকে সেই দুধের লাইনে দেখতে পেয়ে তাপস বলেছিলেন, “এ কী দাদু আপনি? জয়াদিদি কেমন আছেন?” দূরদর্শনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাপস বলেছিলেন সেই ঘটনার কথা। বলেছিলেন, “এর পর থেকে জয়াদিদির দাদুর সঙ্গে প্রায় রোজই আমি গরুর দুধ কেনার লাইনে দাঁড়াতাম। আমার তখন দু’চোখ ভর্তি অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন। জয়াদিদি পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পড়তেন। তাঁর দাদুর থেকে জানতে চাইতাম সেখানে কেমন পড়াশোনা হয়, জয়াদিদির কতখানি উপকার হচ্ছে, এই সব।”